রাঁচি, বৃহস্পতিবার
23:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>045 >>06 Ograhyon 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪৫ >> << ০৬ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

ইউক্রেনকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী

কিয়েভঃ রাশিয়ার সামরিক বাহিনী যখন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমা মিত্রের একজন মন্ত্রী মঙ্গলবার ইউক্রেনে আকস্মিক সফর করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সফরের একদিন পর জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস কিয়েভে পৌঁছেন। দু'জনেই, দীর্ঘ, শীতল ও অনিশ্চিত শীতের সময় তাদের দেশ ইউক্রেনকে সহায়তা করবে বলে জানান। যুক্তরাষ্ট্রের পর জার্মানিই কিয়েভকে দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক সহায়তা সরবরাহকারী দেশ । পিস্টোরিয়াসের দ্বিতীয় ইউক্রেন সফরটি ২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউক্রেনের গণতন্ত্রপন্থী অভ্যুত্থানের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়।

ছুটির খবর

২৩ নভেম্বর দেবোত্থান একাদশীর উপলক্ষে জাতীয় খবর অফিস বন্দ থাকবে। অতএব ২৪ তারিখে কোনো প্রকাশনা হবে না। পুনরায় ২৫ নভেম্বর আপনারা আপনাদের প্রিয় কাগজ আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার দর

SENSEX : 66023.24 +92.47
NIFTY : 19811.85 +28.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2700 °c	12.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.02 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.07 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গোয়েন্দা স্যাটেলাইট নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া, জাপানে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নাগরিকদের জন্য সতর্কতা

টোকিও ঃ মঙ্গলবার দিনের শেষে পিয়ংইয়ং'এর নির্ধারিত একটি সময়ের কয়েক ঘন্টা আগে উত্তর কোরিয়া থেকে একটি সামরিক গুপ্তচর উপগ্রহ নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী একথা জানায়। জাপানের সরকারও জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। তারা ওকিনাওয়া জেলায় বাসিন্দাদের সতর্ক করে অবিলম্বে আশ্রয় নিতে বলে। প্রায় ৩০ মিনিট পরে জাপান নিরাপদ স্থানে যাবার আদেশ তুলে নেয়। তারা বলে ক্ষেপণাস্ত্রটি সম্ভবত জাপানের ওপর দিয়ে চলে গেছে এবং স্থানীয় সময় প্রায় ১০.৫৫ তে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর আগে মঙ্গলবার উত্তর কোরিয়া জাপানকে জানিয়েছিল, তারা বুধবার থেকে শুরু হওয়া নয় দিনের সময়ে পীত সাগর এবং পূর্ব চীন সাগরের দিকে একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপের বাহন নিক্ষেপের পরিকল্পনা করেছে। এই খবর নিশ্চিত হলে এটি হবে এই বছর উত্তর কোরিয়ার তৃতীয়বারের মতো গুপ্তচর স্যাটেলাট উৎক্ষেপণের চেষ্টা। পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা মে এবং আগস্টে রকেট সমস্যার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছিল। উত্তর কোরিয়ার সর্বসাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। উত্তর কোরিয়া প্রায়ই তার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়ে মন্তব্য করে না যতক্ষণ না তার রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রগুলিতে পরের দিন সকালে এ সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়। গত বছর উত্তর কোরিয়া বলেছিল,তারা যুক্তরাষ্ট্র এবং তার আঞ্চলিক মিত্রদের আগ্রাসন সৈন্যদল বলে পরিচিত অংশের বাস্তবে কার্যকর সময়ের তথ্য সরবরাহ করতে কক্ষপথে অনেকগুলো গুপ্তচর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করেছে। উত্তর কোরিয়া কমপক্ষে দুটি স্যাটেলাইট কক্ষপথে স্থাপন করেছে সর্বশেষটি করেছে ২০১৬ সালে কিন্তু কোনোটিই কাজ করছে বলে মনে হয় না। পিয়ংইয়ং'এর দাবি,এই উৎক্ষেপণগুলো তার শান্তিপূর্ণ মহাকাশ উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা এই উৎক্ষেপণকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির অনেকটা ছদ্মবেশী পরীক্ষা বলে নিন্দা জানিয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একাধিক প্রস্তাবের অধীনে উত্তর কোরিয়াকে যেকোনো ধরনের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কার্যকলাপ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বেইজিং'এ আরব মুসলিম প্রতিনিধিদল অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে

বেইজিং ঃ সোমবার বেইজিং'এ চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ইয়ের সাথে বৈঠকে আরব ও মুসলিম কর্মকর্তারা গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনি ছিটমহলে মানবিক ত্রাণ সহায়তার অনুমতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সৌদি আরব, জর্ডান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং ওআইসির মন্ত্রীদের একটি প্রতিনিধিদল গাজায় সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানী সফরের প্রথম ধাপে বেইজিং সফরে যান। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বিদেশী কূটনীতিকদের বলেছেন, বেইজিং সফরের মাধ্যমে তাদের সফর শুরু করার সিদ্ধান্ত তার দেশের প্রতি তাদের উচ্চ স্তরের আস্থার প্রদর্শন। চীন যুক্তরাষ্ট্রের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। দীর্ঘদিন ধরে দেশটি ফিলিস্তিনিদের সমর্থক এবং তারা অধিকৃত অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য ইসরাইলের প্রতি তড়িৎ নিন্দা জ্ঞাপন জারি রেখেছে। বেইজিং ৭ অক্টোবর হামাসের প্রাথমিক হামলার প্রকাশ্যে নিন্দা জানায়নি। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যরা এটিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম বলে অভিহিত করেছে।

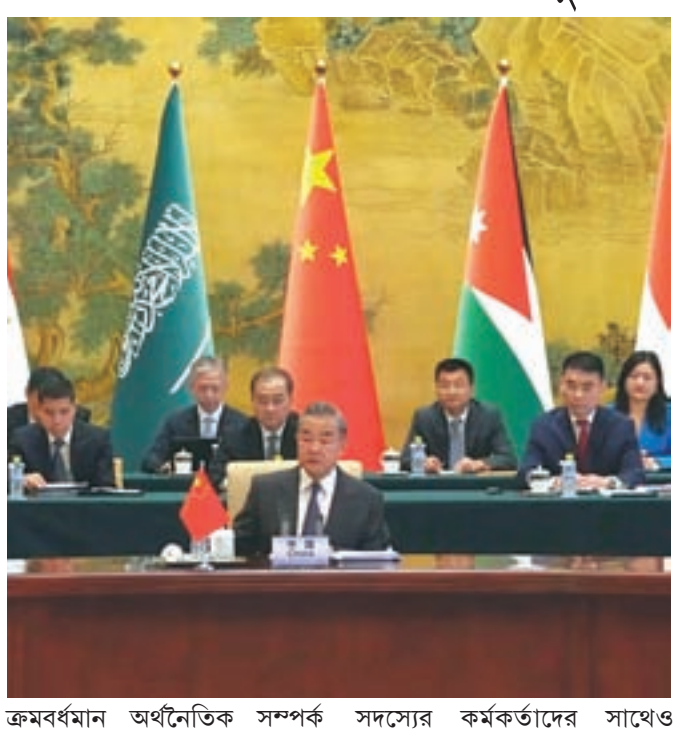

তবে ইসরাইলের সাথে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

বেইজিং'এ ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত ইরিত বেনআব্বা সোমবার এক ব্রিফিং'এ বিদেশী সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি আশা করেছিলেন, এই সফর থেকে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কোনো বিবৃতি আসবে না, এখন এটির সময় নয়।

প্রতিনিধি দলটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের কর্মকর্তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করবে। তারা ইসরাইলের আত্মরক্ষা হিসেবে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে তাদের কর্মকান্ডের ন্যায্যতা প্রত্যাখ্যান করার জন্য পশ্চিমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ বলেছেন, আমরা এখানে সুস্পষ্ট সংকেত পাঠাতে এসেছি, অর্থাৎ আমাদের অবিলম্বে যুদ্ধ এবং হত্যাকান্ড বন্ধ করতে হবে, আমাদের অবিলম্বে গাজায় ত্রাণ সরবরাহ চালু করতে হবে। এই মাসের শুরুর দিকে রিয়াদে অনুষ্ঠিত সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান কর্তৃক আয়োজিত যৌথ ইসলামিকআরব শীর্ষ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকেও ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরাইল যে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে তার তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে।

৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশের পর ইসরাইল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তার সামরিক অভিযান শুরু করে। ইসরাইল বলেছে, সন্ত্রাসী হামলায় ১২০০ লোক নিহত হয়েছে এবং প্রায় ২৪০ জনকে বন্দি করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, গাজা ভূখন্ডে ইসরাইলের সামরিক অভিযানে ৫০০০ শিশুসহ অন্তত ১৩০০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইউরোভিশন সংগীত প্রতিযোগিতার ইউক্রেনীয় বিজয়ীকে ওয়ান্টেড লিস্টে রেখেছে রাশিয়া

ইউক্রেন ঃ ২০১৬ সালে গানের প্রতিযোগিতা ইউরোভিশনে বিজয়ী একজন ইউক্রেনীয় গায়িকাকে ওয়ান্টেড লিস্টে রেখেছে রাশিয়া। সোমবার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা একথা জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ফৌজদারি আইন লঙ্ঘনের জন্য গায়িকা সুজানা জামালাদিনোভাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি ডেটাবেসে ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম মিডিয়াজোনা, যারা বিরোধী পক্ষ এবং মানবাধিকার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে, বলেছে জামালদিনোভাকে গত বছর গৃহীত একটি আইনের অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আইনটির অধীনে রুশ সেনাবাহিনী এবং ইউক্রেনে চলমান লড়াই সম্পর্কে তথাকথিত ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়। জামালাদিনোভা জামালা নামে মঞ্চে অভিনয় করেন। তিনি ক্রাইমিয়ান তাতার বংশোদ্ভূত। তিনি ২০১৬ সালের ইউরোভিশন প্রতিযোগিতায় ১৯৪৪ গানটি গেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এই শিরোনাম ক্রাইমিয়ান তাতারদের সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা ব্যাপক নির্বাসনের বছরকে নির্দেশ করে। তার বিজয়ী পারফরম্যান্সটি রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল করার ঠিক দুই বছর পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় ইউক্রেন জর্জরিত ছিল। অন্যান্য বেশিরভাগ দেশ এই অধিগ্রহণকে অবৈধ বলে মনে করে। প্রতিযোগিতায় ১৯৪৪ গানটি গাওয়ার অনুমতি দেয়ার প্রতিবাদ করে রাশিয়া বলেছে, এটি ইউরোভিশনে রাজনৈতিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে নিয়ম রয়েছে তা লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু গানটিতে রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো সুনির্দিষ্ট সমালোচনা করা হয়নি, তবে এটি প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিল। গানটির শুরুর কথাগুলো হলো, 'যখন অজ্ঞাত মানুষ আসছে, তারা আপনার বাড়িতে আসে, তারা আপনাদের সবাইকে হত্যা করে এবং বলে 'আমরা দোষী নই।'

উত্তরাখন্ডে সুড়ঙ্গে ১০ দিন আটকে ৪১ জন শ্রমিক, পাইপলাইনে পাঠানো ক্যামেরায় দেখা মিলল, সুস্থ আছেন সকলেই

উত্তরাখন্ড ঃ ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের উত্তরকাশীতে নির্মীয়মান টানেল ভেঙে পড়ার দুর্ঘটনায় টানা ১০ দিন সুড়ঙ্গে আটকে আছেন ৪১ জন শ্রমিক। বিবিধ পদ্ধতিতে উদ্ধার অভিযান চলছে। মঙ্গলবার ২১ নভেম্বর সুড়ঙ্গে আটক ৪১ জন শ্রমিক কেমন আছেন, তা দেখার জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করানো হয়েছিল এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা। সেই ক্যামেরাতেই বিপর্যয়ের পর প্রথমবার দেখতে পাওয়া গেল আটকে পড়া শ্রমিকদের। শুক্রবার ১৭ নভেম্বর টানেলে উদ্ধারকাজ চলার সময়েই ফাটল ধরার শব্দ শোনার পর বাধ্য হয়েই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল উদ্ধারকাজ। কিন্তু ৩ দিন চেষ্টার পর সোমবার ২০ নভেম্বর রাতে একটি ৬ ইঞ্চি চওড়া পাইপ ঢোকানো গিয়েছিল সুড়ঙ্গের ভিতর। তার মধ্যে দিয়েই কাচের বোতলে করে পাঠানো হয়েছিল গরম খিচুড়ি, ডালিয়া, কলা, আপেল। সেই পাইপের মধ্যে দিয়েই ঢোকানো হয়েছিল এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা এবং ওয়াকি টকি, রেডিও হেডসেট। সেই ক্যামেরাতেই দেখা গেছে শ্রমিকদের। তাদের মাথায় এখনও রয়েছে কাজের সময়ে পরার হলুদ শক্ত টুপি, গায়ে গিয়ার। ক্যামরা দেখেই হাত নেড়েছেন তারা। জানিয়েছেন, যথাসম্ভব ঠিকই থাকার চেষ্টা করছেন সকলে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ঘটনার ভিডিও শেয়ার করেছেন এক্স হ্যান্ডেল (পূর্ববর্তী ট্যুইটার)'এ। খাবার পৌঁছে দেওয়ার মতো পদক্ষেপের জন্য নতুন পাইপটিকে 'লাইফলাইন পাইপ' বলে উল্লেখ করেছেন উদ্ধারকারীরা। বর্তমানে শুধু খাবার দেওয়া শুরু হলেও বাইরে না বেরনো পর্যন্ত ওই পাইপ দিয়েই শ্রমিকদের মোবাইল ফোন এবং চার্জারের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসও পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে উদ্ধারকারীদের। আপাতত শ্রমিকদের সঙ্গে যাতে সবসময় যোগাযোগ রাখা যায়, তার জন্য সুড়ঙ্গের ভিতর একটি ওয়াকি টকি পাঠানো হয়েছে।

আটকে পড়া শ্রমিকদের কী কী খাবার পাঠানো হবে, সেই বিষয়ে প্রথমে চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো শ্রমিকদের জন্য খাবারের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকা মেনেই একেক সময়ে একেক রকম খাবার পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকা কর্নেল দীপক পাতিল।

গত ১২ নভেম্বর ভোরে উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারায় নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে ধস নেমেছিল। ভেঙে পড়া সেই টানেলে আটকে পড়েছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। দেশের পাশাপাশি বিদেশি সংস্থা উদ্ধারকাজে সহায়তা করছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে চলছে অক্সিজেন পাঠানো। সোমবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আটকা পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারকাজে সমস্ত রকম সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

যুক্তবিরতি ইসরায়েলের অভ্যন্তরে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার দাবি

হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি চুক্তি অনুমোদন ইসরায়েলের

গাজা ঃ
হামাসের হাতে আটকে থাকা জিম্মিদের মুক্তি দিতে চার দিনের যুক্তবিরতির একটি চুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছেন ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা। ইসরায়েল'গাজা যুদ্ধের ছয় সপ্তাহের মাথায় এসে হামাসের সাথে এই জিম্মি চুক্তি হলো।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে আগামী চার দিনের মধ্যে ৫০ জন জিম্মি মুক্তি পাবে এবং এ সময়টিতে লড়াই স্থগিত থাকবে।

এরপর অতিরিক্ত প্রতি দশজন জিম্মির মুক্তির জন্য এক দিন করে যুদ্ধবিরতি বাড়বে, ওই বিবৃতিতে বলা হয়।

তবে সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনা এবং হামাসকে নির্মূর্ল না করা পর্যন্ত ইসরায়েলি অভিযান চলবে বলে ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে হামাস একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৫০ জিম্মিকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে আটক ১৫০ জন ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু মুক্তি পাবে। সেই সঙ্গে ওই চুক্তির অংশ হিসাবে মানবিক সহায়তা, ওষুধ ও জ্বালানি নিয়ে শতাধিক ট্রাককে গাজায় প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া হবে বলে হামাস তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ধারণা করছে, ৫০ জনের বেশি জিম্মি মুক্তি পেতে পারে। জিম্মিদের মধ্যে তিনজন মার্কিন নাগরিক মুক্তি পেতে পারেন, যাদের মধ্যে তিন বছরের একটি শিশুও রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত সাতই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে হামলা চালালে অন্তত বারশো মানুষ মারা যায় এবং দুশোরও বেশি মানুষকে হামাস জিম্মি করে নিয়ে যায়।

এরপর ইসরায়েল গাজায় হামলা শুরু করে এবং হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ১৪ হাজারের বেশি মানুষ এ পর্যন্ত মারা গেছে, যাদের মধ্যে পাঁচ হাজার শিশু রয়েছে।

চুক্তির বিষয়ে ইসরায়েল যা বলছে

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে দেশটির সরকার সব জিম্মিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

সরকার লক্ষ্য অর্জনের একটি রূপরেখা অনুমোদন করেছে এবং সে অনুযায়ী নারী ও শিশুদের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৫০ জিম্মি আগামী চার দিনে মুক্তি পাবে। এ সময়ে যুদ্ধে বিরতি দেয়া হবে।

এর বাইরে অতিরিক্ত প্রতি দশ জন জিম্মির মুক্তির জন্য এক দিন করে যুদ্ধবিরতি থাকবে।

এতে আরো বলা হয়, ইসরায়েল সরকার, আইডিএফ (ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী)এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো সব জিম্মিদের মুক্ত করতে, হামাসকে নির্মূল করতে এবং গাজা থেকে ইসরায়েলের প্রতি নতুন কোন হুমকি আসবে না নিশ্চিত করতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

চুক্তির বিষয়ে হামাস যা বলছে

ইসরায়েলের পর ওই চুক্তির বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে হামাস।

সেখানে তারা বলেছে, ৫০ জিম্মিকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে আটক ১৫০ জন ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু মুক্তি পাবে।

সেই সঙ্গে ওই চুক্তির অংশ হিসাবে মানবিক সহায়তা, ওষুধ ও জ্বালানি নিয়ে শতাধিক ট্রাককে গাজায় প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া হবে বলে হামাস তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকার সময় গাজা ভূখণ্ডে কোন হামলা বা গ্রেফতার করবে না ইসরায়েলি বাহিনী।

তিন বছর বয়সী মার্কিন জিম্মি

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা আশা প্রকাশ করেছেন যে হামাসের হাতে জিম্মি হয়ে আছে এমন অন্তত তিনজন মার্কিন নাগরিক আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুক্তি পাবে।

এর মধ্যে তিন বছর বয়সী একটি শিশুও আছে। ওই শিশুর বাবা মা সাতই অক্টোবরের হামলায় মারা গেছে।

আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এসব জিম্মিরা মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নারী জিম্মির মৃত্যুর ঘোষণা

প্যালেস্টিনিয়ান ইসলামিক জিহাদের সামরিক শাখা একজন নারী ইসরায়েলি জিম্মির মৃত্যুর ঘোষণা দিয়েছে।

তারা অবশ্য ওই জিম্মির পরিচয় কিংবা তিনি কিভাবে মারা গেলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য দেয়নি।

ইসরায়েলের তরফ থেকেও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য আসেনি।

জিম্মিদের ঘরে ফিরিয়ে আনা দায়িত্ব

ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেছেন তাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো জিম্মিদের ঘরে ফিরিয়ে আনা।

ড্যানিয়েলে হ্যাগারি বলেছেন, আমরা জানবো কিভাবে আমাদের অভিযানের অর্জনগুলো ধরে রাখতে হবে এবং যুদ্ধের পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। বহু ধাপে এটি হবে একটি প্রলম্বিত যুদ্ধ, বলছিলেন তিনি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এর আগেই বলেছেন কোন সমঝোতা চুক্তি হলেও ইসরায়েলের যুদ্ধ প্রচেষ্টার অবসান হবে না।

ইসরায়েলের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন হামাস ৫০ জন জিম্মির মুক্তি দিবে এবং বিনিময়ে ইসরায়েলের বন্দী থাকা ১৫০ জন ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু মুক্তি পাবে।

তবে মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, জিম্মি নিয়ে সমঝোতা হলেও যুদ্ধ চলবে। তিনি সমঝোতা চুক্তির অগ্রগতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ওদিকে গাজায় লড়াই অব্যাহত আছে। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ইসরায়েলের অভিযানে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫০০টি শিশু।

অর্থাভাবে আটকে গেছিল দিনমজুর পরিবারের জলে ডুবে মারা যাওয়া মৃত শিশুর শেষকৃত্য। সাহায্য ব্যবস্থা করে দিল খোদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমের

মালদা ঃ পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল এক শিশুর। কিন্তু অর্থাভাবে আটকে গেছিল দিনমজুর পরিবারের জলে ডুবে মারা যাওয়া মৃত শিশুর শেষকৃত্য। সেই দুঃস্থ পরিবারের পাশে থেকে শেষকৃত্যের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল খোদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমের। আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে সন্তানহারা অসহায় পরিবারের পাশে দাড়িয়ে খাদ্য সামগ্রীও তুলে দিলেন আইসি। পুলিশের এই মানবিকতার সাধুবাদ জানিয়েছে স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

কয়েকদিন আগে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর গ্রামের পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক সাগর দাসের সাত বছরের সন্তান বিশ্বজিৎ দাস মায়ের সাথে এলাকার একটি পুকুরে স্নান করতে যায়। কাপড় কাঁচার সময় মায়ের অলক্ষ্যে হঠাৎই বিশ্বজিৎ পুকুরে তলিয়ে যায়। তার মায়ের চিৎকারে আশেপাশে থাকা স্থানীয়রা ছুটে এসে বিশ্বজিৎকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে।তারপর হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা বিশ্বজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ছোট্ট পুত্র সন্তানের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।

মৃত শিশুর বাবা সাগর দাস এই মুহূর্তে রয়েছেন ভিন রাজ্যে। সংসারে শুধু অর্থাভাব থাকায় ছোট্ট ছেলে শেষকৃত্য করার মত টাকা ছিল না মা এবং ঠাকুমার কাছে। এমনকি বিশ্বজিতের দেহ ময়নাতদন্তের পর মালদা মেডিকেল কলেজ থেকে আনার মত সামর্থ্যও ছিল না পরিবারের। সেই সময় ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদূত গজমের। দেহ আনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় পরিবারকে। সাথে শেষকৃত্যের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করে দেন আইসি। এমনকি ওই অসহায় পরিবারকে ব্যক্তিগত ভাবে আর্থিক সাহায্যও করেন তিনি। আইসির এই মানবিক আচরণে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসী।

মৃত শিশুর ঠাকুমা তুলসী দেবী বলেন,আমার নাতি ওর মায়ের সঙ্গে পুকুরে গেছিল স্নান করতে। ওর মা কাপড় ধোয়ার কাজ করছিল। সেই সময় ও কখন পুকুরে নেমে তলিয়ে গেছে বুঝতে পারেনি।আমাদের সংসারে খুব অভাব।শেষকৃত্য করার ক্ষমতা ছিল না। পুলিশ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বৈকুণ্ঠপুর বন সংলগ্ন এলাকায় বিরল প্রজাতির বাঁশ ইঁদুর উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ বিরল প্রজাতির বাঁশের ইঁদুর (Bamboo Rat) উদ্ধার করলো আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। রাজগঞ্জ ব্লকের বৈকুন্ঠপুর জঙ্গল সংলগ্ন পনাশগুড়ি গ্রামের এক নদীর পাড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রানীটিকে দেখতে পান। এরপর খবর দেওয়া হয় আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরাদের । বনকর্মীরা পৌঁছে বিরল প্রজাতির বাঁশের ইঁদুর উদ্ধার করে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এটি একটি বিরল প্রজাতির ইঁদুর।ব্যাম্বু রেট নামে পরিচিত। এটি মূলত দক্ষিণ-পূর্ব নেপাল থেকে দক্ষিন চীন এবং মায়নমার সহ থাইল্যান্ড পর্যন্ত উচ্চভূমিতে বাঁশের বাগানে বাস করে। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে প্রথম এই ইঁদুর দেখা গেল।

৪৩ টি গরুসহ বিহার ও উত্তর দিনাপুর থেকে দুই পাচারকারী গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃখড়িবাড়িতে ৪৩ টি গরু সহ গ্রেপ্তার দুই পাচারকারী। ধৃতদের নাম জহিরুল হক (২৮) এবং মহম্মদ সেলিম (৩০)।প্রথম জন বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা এবং দ্বিতীয় জন উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার বাসিন্দা। জানা গেছে প্রতিদিন মত নাকা চেকিংয়ের সময় খড়িবাড়ির বাংলা বিহার সীমান্তের চক্করমারি সংলগ্ন এলাকায় থেকে একটি ট্রাককে আটক করে তল্লাশি করলে ৪৩ টি গরু উদ্ধার করা হয়। তবে গরুর কোন বৈধ নথি পত্র দেখাতে না পারলে গরু গুলোকে খোয়াড়ে দেওয়া হয়। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।তবে ধৃতদের ৭ দিন রিমান্ডের আর্জি জানিয়েছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

মালদার কালিয়াচকে শুট আউট।গুলিবিদ্ধ এক যুবক

মালদা ঃমালদার কালিয়াচকে শুট আউট।ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা মালদার কালিয়াচক থানার উজিরপুর এলাকায়।গুলিবিদ্ধ এক যুবক মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম পবন মন্ডল(২৩)।বন্দুকের বাট দিয়ে তার ভাই চিরঞ্জিত মন্ডলকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে গতকাল ওই এলাকার এক নাবালিকা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। ওই নাবালিকাকে পালিয়ে বিয়ে করতে সাহায্য করে চিরঞ্জিত মন্ডল বলে অভিযোগ উঠে।এই সন্দেহে উত্তম মন্ডল, দিবাকর মন্ডল সহ বেশ কয়েকজন চিরঞ্জিত মন্ডলকে আজ বন্ধুকের বাট দিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ।প্রতিবাদ করায় গুলিবিদ্ধ হয় তার দাদা পবন মন্ডল। ডান পায়ে গুলি লাগে তার। এরপর তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

আবারও বাসন্তীতে অস্ত্র কারখানার হদিশ, উদ্ধার প্রচুর সরঞ্জাম, গ্রেপ্তার তিন

বাসন্তী ঃ উৎসবের মরশুমে ফের বাসন্তীতে অস্ত্র কারখানার হদিশ। অস্ত্র তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করল বাসন্তী থানার পুলিশ ও এসটিএফ। এদিকে ক্যানিং থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে।জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর চিৎকুমার এলাকায় অস্ত্র কারখানা চলছে বলে খবর পায় এসটিএফ। এর পরই তাদের তরফে বাসন্তী থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নজরদারি শুরু হয় ওই এলাকায়। পরে রবিবার রাতে বাসন্তী থানার পুলিশ ও এসটিএফের আধিকারিকরা একসঙ্গে হানা দেয়। বাড়ির মধ্যে চলা অস্ত্র কারখানা থেকে অস্ত্র তৈরির একাধিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়।জানা গিয়েছে, ওই কারখানা থেকে বন্দুকের বাট, নল সহ অস্ত্র তৈরির একাধিক সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাদের তোলা হচ্ছে আলিপুর আদালতে। এদিকে ক্যানিং থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে।

এই বিষয় ক্যানিংয়ের এসডিপিও দিবাকর দাস তিনি বলেন ,বাসন্তী থানার চিৎকুমার এলাকায় একজন অস্ত্র বিক্রেতা রয়েছে এবং তার কাছে অস্ত্র রয়েছে এমনটাই পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত নেমে বাসন্তী চিৎকুমার এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে। ইতাহার গায়েন (৭০), ইয়াজুল খান (২৩) ও হাসানুর গায়েন (২৯) এই তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে , তিনটি ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি লম্বা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। এর পাশাপাশি ওই অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর সরঞ্জাম।

ধৃতদের সোমবার ৭ দিনের পিসির আবেদন চেয়ে বারুইপুর আদালতে তোলা হয় ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক,চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

মালদাঃ বড়োসড় সাফল্য পুলিশের।আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।আজ মঙ্গলবার ভোর চারটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোলামোড় এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ বলে খবর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই দুস্কৃতির নাম রেজাউল করিম(২৪)ওরফে বাবু।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাঙ্গাইপুর এলাকায়।তার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও একটি বুলেট উদ্ধার হয়েছে।আজ দুপুর একটা নাগাদ চাঁচল মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়েছে।প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান,এলাকায় কোনো দুস্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল সে।পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোলামোড়ে হাজির হয়।অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুস্কৃতিকে ধরে ফেলেন।তার শরীর তল্লাশি করে একটি পাইপ গান ও একটি বুলেট উদ্ধার হয়েছে।

অভিযুক্তদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

উত্তর দিনাজপুর ঃঅভিযুক্তদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা জড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য গত শনিবার জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জখম হন গোয়ালপোখর থানার কিচকটলা এলাকার বাসিন্দা নিজাম ও তার ভাই। সোমবার শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় নিজাম নামে ওই ব্যক্তির। এরপর রাতে মৃতদেহ পৌছায় গ্রামে। আজ সকাল থেকে অভিযুক্তদের শাস্তি ও নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুর করে গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় গোয়ালপোখর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবশেষে স্হানীয় নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে বস্তা ভর্তি সরকারি চাল চুরির অভিযোগে এক কর্মীকে ঘরে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা

মালদা ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে বস্তা ভর্তি সরকারি চাল চুরির অভিযোগে এক কর্মীকে ঘরে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল ১ ব্লকের বাকিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে । তালাবন্দি করে ওই অঙ্গনওয়ারী কর্মীকে আটকে রেখে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিশুদের অভিভাবকেরা। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই বাকিপুর অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের কর্মী সেতারা খাতুনের অবশ্য বক্তব্য, তিনি কোনো চাল চুরি করেন নি। তাকে জোর করে কিছু গ্রামবাসী অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের একটি ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। এই ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই বাকিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওই কর্মীর বিরুদ্ধে শিশুদের খাদ্য সরবরাহে অনিয়ম এবং চাল চুরির অভিযোগ উঠছিল। এদিন দুই বস্তা চাল কৌশলে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পাচার করার চেষ্টা করে। দিন দুপুরে সরকারি চাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে থেকে পাচার করার বিষয়টি কিছু গ্রামবাসীদের নজরে আসে। এরপর এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। তাতেই গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। এরপরই এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ঘরে তালা বন্দী করে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় গ্রামবাসী রফিকুল আলম জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা মাঝেমধ্যেই বাকিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঘটছিল। এখানে শুধু একজন কর্মী নয়, আরো বেশ কয়েকজনের এই চাল চুরির ঘটনায় জোগসাজোগ রয়েছে। এদিন কিছু গ্রামবাসী হাতেনাতে চাল চুরির বিষয়টি ধরে ফেলে। নিজেদেরকে বাঁচাতে এখন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মিথ্যা কথা বলছে। আমরা পুরো বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি। চাচল ১ ব্লকের বিডিও থিনলে ফুন্টসোক ভুটিয়া জানিয়েছেন, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের সরকারি চাল পাচারের একটি অভিযোগের কথা শুনেছি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ফের শিলিগুড়িতে এটিএম লুটের চেষ্টা, পুলিশের উপর হামলা করে পালাল দুষ্কৃতীরা

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ির শিব মন্দির এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম লুটের চেষ্টার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম ভাঙার চেষ্টা করতে গিয়ে আগুন ধরে যায় এটিএমটিতে। আগুনে পুড়ে যায় পুরো এটিএমটি।ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল গভীর রাতে।জানা যায় গভীর রাতে ওই এটিএম এর ভেতরে বেশ কয়েকজন দুস্কৃতি নিজেদের মুখ ঢেকে প্রবেশ করেছিল। এটিএম এর শাটার নামিয়ে গ্যাস কাটার দিয়ে মেশিন কাটার চেষ্টা করছিল তারা। তবে সেই সময় পুলিশের একটি পেট্রোলিন গাড়ি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের নজরে ঘটনাটি আসে। তারপরেই পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি হয় দুস্কৃতীদের এবং ঘটনাস্থল থেকে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএমটিতে আগুন লেগে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ব্যাংকের কর্মী মাটিগাড়া থানার পুলিশ সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

লোকাল ট্রেন দেরিতে চলার প্রতিবাদে নিত্যযাত্রীদের রেল অবরোধ

কলকাতা ঃ লোকাল ট্রেন দেরিতে চলার প্রতিবাদে নিত্যযাত্রীদের রেল অবরোধ। আজ সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ ডাউন জলেশ্বর লোকালের যাত্রীরা টিকিয়াপাড়া স্টেশনের কাছে রেল অবরোধ করে। ফলে আপ এবং ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অফিস টাইমে একাধিক লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি দুরপাল্লার ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। হাজার হাজার যাত্রীদের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রেল ট্রাকের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া খড়গপুর শাখায় প্রত্যেকদিন লোকাল ট্রেন দেরিতে চলায় তাদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এ ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে অবরোধের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিলেন মীনাক্ষী মুখার্জী

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়িতে ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিলেন DYFI এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী। দুর্নীতি বন্ধ থেকে নিয়োগের দাবি, শিক্ষার দাবি থেকে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, একাধিক দাবি নিয়ে তেসরা নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে DYFI এর ইনসাফ যাত্রা।আজ শিলিগুড়িতে ইনসাফ যাত্রায় যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সরকার চেয়েছে তাই কুন্তলের ফ্ল্যাটে ইডি হানা দিয়েছে। কারণ কুন্তলের ফ্ল্যাটে টাকা রয়েছে বেআইনি নথি রয়েছে।

ফের প্রকাশ্যে এলো বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল

শিলিগুড়ি ঃফের প্রকাশ্যে এলো বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল। বিজেপি নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন এক বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করলেন বিজেপি শিলিগুড়ি সংগঠনিক জেলা কমিটির তপশিলি মোর্চার সভাপতি দিলীপ রায়। তিনি বলেন দুমাস আগে বিজেপির তপশিলি মোর্চা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে তাকে জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।সেইমতো এতোদিন তিনি সেই পদের দায়িত্ব সামলে আসছিলেন। কিন্তু গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন সেই পদ থেকে তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়েছে জেলা সভাপতি। যা জেলা সভাপতির এখতিয়ার বহির্ভুত। তার অভিযোগ এই বিষয়ে রাজ্য কমিটির কিছু জানা নেই। তিনি সরাসরি বিধায়ক শংকর ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন শংকর ঘোষ চাইছেন দলে বামপন্থীদের ঢোকাতে। পুরোনো সমস্ত বামপন্থীরা এখন বিজেপিতে যোগদান করছে। এবং দলের কামান তিনি নিজের হাতে রাখতে চাইছেন। তিনি চাইছেন সকলে যাতে তার কথা মতো কাজ করে যারা তার বিরোধিতা করছে, তাদেরকেই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হলো তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে

কোচবিহার ঃ অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। মঙ্গলবার দুপুরে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে অগ্নি কান্ড ঠেকাতে কি কি সচেতনতা মূলক কর্মসূচি প্রত্যাহিক জীবনে সকলের নেওয়া উচিত, তা স্বাস্থ্য কর্মী ছাড়াও উপস্থিত সাধারণ মানুষজনকে অবগত করেন তুফানগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের কর্মীরা। এদিন স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে বিদ্যুতিক অগ্নি কান্ড মোকাবিলা করতে কিভাবে অগ্নি কাণ্ডের উৎস স্থলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের এক্সটিনগুইসার ব্যবহার করতে হবে তা উপস্থিত সকল কে হাতে নাতে শেখান দমকল কর্মীরা। এছাড়াও হাসপাতালের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় ছোটো ধরনের কোনো অগ্নি কান্ড ঘটলে কিভাবে এ বি সি গ্যাসের এক্সটিনগুইসারের সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে, তাও হাতে নাতে স্বাস্থ্য কর্মীদের শেখান দমকল কর্মীরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের লিডিং ফায়ার অপারেটর তাপস কুমার সরকার ও বিষ্ণু সরকার, ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর কাম ড্রাইভার ভক্তি রঞ্জন দাস, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার কিশোর বর্মন সহ অন্যান্যরা।

কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি ওয়ার্কশপ করা হয় উৎসব এডিটোরিয়াম হলঘরে, স্বচ্ছ ভারত মিশন

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি ওয়ার্কশপ করা হয়. উৎসব এডিটোরিয়াম হলঘরে স্বচ্ছ ভারত মিশন ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ এছাড়াও জেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মদক্ষ উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে আব্দুল জলিল আহমেদ জানান এর আগেও নির্মল বাংলা বলে একটি প্রকল্প আরম্ভ হয়েছিল এটি অন্য একটি ধাপ এটি দ্বিতীয় ধাপ, গ্রামগঞ্জে থাকে দেখা যেত বিভিন্ন জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ , নোংরা আবর্জনা ফেলে রাখত গ্রামগঞ্জে দেখা যেত এ সমস্ত এ বিষয়গুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশন করা হচ্ছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। এ বিষয়গুলো চালু হয়ে গেলে গ্রাম গঞ্জের মানুষ এগুলোর মাধ্যমে কাজও পাবে, এর আগে যখন নির্মল বাংলা প্রকল্প চালু হয়েছিল তারপর থেকে কোনরকম নোংরা আবর্জনা দেখা যায় না গ্রামগঞ্জে সে বিষয়কে মাথায় রেখেই আজ স্বচ্ছ ভারত মিশন ওয়ার্কশপ করা হলো। এই প্রকল্প যাতে সঠিকভাবে করা হয় সে বিষয়েই নজরদারি রাখা হচ্ছে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার দুজনেরই প্রকল্প সুতরাং কাজগুলো যাতে দ্রুত চালু করা যেতে পারে সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা সভা। এ বিষয়ে আব্দুল জলিল আহমেদ আরও কি জানিয়েছেন শুনে নেব।

আন্তঃরাজ্য পশু পাচার মামলায় শিলিগুড়িতে গ্রেফতার একজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ করে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় গরু। এই ঘটনায় ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম অশোক ঠাকুর(৪৩)। সে বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ট্রাক থেকে মোট ৪৫টি গরু উদ্ধার হয়েছে। এবং গরুগুলো বিহার থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

জেলাস্তর হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন

মালদা ঃ মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের অতুল মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় জেলা শিল্প কেন্দ্রের সভাকক্ষে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে তিন দিনব্যাপী জেলাস্তর হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহুতি ইন্দ্র, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রেজিনা মুর্মু, মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হস্তশিল্পী বিপদ ভঞ্জন সাহা, শিল্পী মঞ্জু শর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিক ও শিল্পীরা।

জানা গিয়েছে, শতাধিক শিল্পী হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। শিল্পীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার। কাঠ,শোলা, কাপড়, বাঁশ,সুতো,মার্বেল ডাস্ট সহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী দিয়ে হস্তশিল্প তৈরি করে প্রদর্শনীতে অংশ নেন জেলার শতাধিক শিল্পীরা। শিল্পীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রদর্শনী চলল ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।

ভেজাল মদের মামলায় গ্রেফতার তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের স্বামী

উত্তর দিনাজপুরঃ ভেজাল মদ কান্ডে এবার গ্রেফতার তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা বাপি রায়। উল্লেখ্য গত মাসের ৩০শে অক্টোবর ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাল মদের কারখানায় পুলিশের হানায় গ্রেফতার হয়েছিল ১২ জন অভিযুক্ত। এরপর পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে এবার নাম জোড়ালো তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা বাপি রায়ের। সেই ঘটনার পর থেকে ফেরার ছিল বাপি রায়। এরপর সোমবার অভিযুক্ত বাপি রায়কে গ্রেফতার করে ইসলামপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ অভিযুক্ত বাপি রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাতের শিরা কাটা এক বয়স্ক ব্যাক্তির রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো রায়গঞ্জের বোগ্রামে

উত্তর দিনাজপুর ঃ হাতের শিরা কাটা এক বয়স্ক ব্যাক্তির রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো রায়গঞ্জের বোগ্রামে। মঙ্গলবার সকাল ৮ নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার বলে পরিবারের দাবী। পরিবার সুত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম অরুন কান্তি বিশ্বাস, বাড়ি বোগ্রামে। মঙ্গলবার সকালে ওই ব্যক্তিকে হাতের শিরা কাটা রক্তাক্ত জখম অবস্থায় নিজের ঘরে দেখতে পায় পরিবারের লোকেরা। তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। পরিবারের দাবী পারিবারিক সমস্যা নিয়ে মানসিক অবসাদে ছিলেন ওই ব্যক্তি। সম্ভবত আত্মহত্যা করেছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন এবিষয়ে মৃতের আত্মীয় সুমিত মজুমদার বলেন...

বনকর্মীদের তৎপরতায় শুরু হয় অসুস্থ হাতির চিকিৎসা

আলিপুরদুয়ার ঃসাউথ রায়ডাক রেঞ্জের নারারথলি বিলে একটি মাকনা হাতিকে বসে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা।সেটি অনেকবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।গতকাল বনকর্মীরা টহলের সময় বিষয়টি দেখে খবর পাঠান রেঞ্জ অফিসে।এরপরই রেঞ্জ অফিস থেকে ওই হাতিটির চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় মেডিকেল টিম।এই মেডিকেল টিমের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ লিটন পাল।তারা এলাকায় পৌছে দেখতে পান হাতিটির হাঁটুতে সমস্যা রয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যের অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ভেতরে মনোনয়ন যাচাইবাছাই, বাইরে আশানিরাশার দোলাচলে নেতাকর্মীরা

ঢাকা ঃ আনোয়ার সাদাত জানতেন, দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা হবে না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সমর্থক নেতাকর্মীদের নিয়ে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা এসেছেন দেশের সর্বউত্তরের জেলা পঞ্চগড় থেকে।

অদূরেই ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়। সেখানে আজ বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হয় আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আবেদন যাচাইবাছাইয়ের কাজ। আজ এখানে রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের মনোনয়নপ্রার্থীদের আবেদন যাচাইবাছাই করে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ১০টায় এখানে আসেন। তাঁর নেতৃত্বেই দলীয় কার্যালয়ে চলছিল প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার কাজ। সেখানে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের প্রবেশাধিকার নেই। মনোনয়ন পাবেন কি পাবেন না, এই আশানিরাশার দোলাচলে পথে অপেক্ষা করেন নেতাকর্মীরা।

আশপাশের সড়কে কড়া নিরাপত্তা। প্রধানমন্ত্রীর দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশের পর দলীয় প্রার্থী, সমর্থক নেতাকর্মী ও গণমাধ্যমের কর্মীদের কার্যালয়ের কাছাকাছি এসেনসিয়াল ড্রাগসের কার্যালয় পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়। সেখানে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে বসে, চায়ের টংদোকানের সামনে নির্বাচন নিয়েই নানা কথাবার্তায় মগ্ন ছিলেন তাঁরা। তবে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

এখানেই কথা হচ্ছিল পঞ্চগড় ১ আসন থেকে মনোনয়নপ্রার্থী আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে। তিনি বর্তমানে পঞ্চগড় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এর আগে সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। গতবারও সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন চেয়েছিলেন। পাননি। এবার পাবেন বলে আশাবাদী। জানালেন, মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের জন্য তাঁর অনুরাগী নেতাকর্মীদের নিয়ে ১৭ নভেম্বর ঢাকায় এসেছেন। তিনি বলেন, আজ তাঁদের এলাকার মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে। সভানেত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। দূর থেকে হয়তো সালাম দেওয়ার সুযোগ হতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় নেতারাসহ অনেক নেতাকর্মীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি কেমন, সেটা জানাবোঝার জন্যই এখানে এসেছেন বলে তিনি জানালেন।

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলা থেকে এসেছেন তরুণ নেতা ফুয়াদ

হোসেন। তিনি আওয়ামী লীগের জেলার ত্রাণ কমিটির সদস্য। কুড়িগ্রাম ৩ আসন থেকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন। তিনি জানালেন, মনোনয়ন পাওয়ার আশা আছে। তবে না পেলেও দলের নির্দেশনা মেনে কাজ করবেন। এবার নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি যেন বেশি থাকে, তেমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দলের কর্মী, সমর্থকেরা যেন ভোটকেন্দ্রে আসেন, নেতাদের সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া সাধারণ ভোটারদেরও কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে তাঁদের যাতায়াতের জন্য তাঁরা যানবাহনের ব্যবস্থাও করবেন বলে জানালেন।

যশোর ২ আসন থেকে নির্বাচন করতে চান বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশীদ। তিনি ঝিকরগাছা থেকে এসেছেন তাঁর সমর্থকদের নিয়ে। কুষ্টিয়া ১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আ ক ম সারওয়ার জাহান এবারও এ আসনে নির্বাচন করতে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী। ঝিনাইদহ ৩ আসন থেকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজর জেনারেল (অব.) সালাহউদ্দিন মিয়াজি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব ছিলেন।

এই প্রার্থীদের সমর্থকেরা ফুটপাতে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপআলোচনায় মেতে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঝিনাইদহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম জানালেন, জেনারেল মিয়াজি মনোনয়ন পাবেন বলে তাঁরা আশাবাদী। বর্তমান সংসদ সদস্যও মনোনয়নপ্রত্যাশী। তবে নানা কারণে এলাকার জনগণ এবার নতুন মুখ দেখতে চান। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হবে, এটা তাঁরা আশা করেন।

কুষ্টিয়ার জেলা কমিটির নেতা সাইফুল ইসলাম বললেন, তাঁরা মনে করেন, বর্তমান সংসদ সদস্য এবারও মনোনয়ন পাবেন। এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা আছে, অনেক কাজ করেছেন। লোকে তাঁকেই চান।

যশোর ২ আসন থেকে মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশীদ। তিনি যশোর জেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদের জেলা সভাপতি। পেশাগতভাবে স্থানীয় কলেজে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। এলাকায় সৎ ও সজ্জন এবং দলে ত্যাগী নেতা বলে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থভাবে সততার সঙ্গে দলের হয়ে কাজ করেছেন, এবার তাঁদের মূল্যায়ন করা হবে বলে এই প্রবীণ নেতার বিশ্বাস।

আজ যেসব এলাকার মনোনয়ন যাচাইবাছাই হয়নি, তেমন এলাকার কিছু নেতাকর্মীও এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরসিংদী ২ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী প্রকৌশলী ড. মাসুদা সিদ্দিক। তিনি নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক। পেশায় গৃহনির্মাণ ব্যবসায়ী। রিহাবের সদস্য। তিনি বললেন, পরিস্থিতি কেমন, দেখার জন্য এখানে এসেছেন। গত নির্বাচনেও তিনি মনোনয়ন চেয়েছিলেন। এবার পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। দলের জন্য এলাকায় অনেক কাজ করেছেন। বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তা ছাড়া নারীদের ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্বের প্রতি সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকার রয়েছে। এসব কারণে তিনি এবার মনোনয়ন পেতে পারেন। না পেলেও বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা থেকে দলের জন্য কাজ করে যাবেন।

নির্বাচন কমিশন এখন দাঁত ছাড়া বাঘ ঃ মুজিবুল হক

ঢাকা ঃ বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে 'দাঁত ছাড়া বাঘ' বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক (চুন্নু)। তিনি বলেন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচন কমিশনের কথা না শুনলে কী হবে, তা আইনে বলা নেই। কথা না শুনলে তড়িৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান না থাকায় নির্বাচন কমিশন এখন দাঁত ছাড়া বাঘ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানীর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুজিবুল হক এসব কথা বলেন। গতকাল বুধবার নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনের আগে মাঠ প্রশাসনে বড় রদবদল করতে গেলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। নির্বাচনের আগে যৌক্তিক কারণ ছাড়া নির্বাচন কমিশন (ইসি) মাঠ প্রশাসনে রদবদলের উদ্যোগ নেবে না। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মুজিবুল হক বলেন, 'আইন অনুযায়ী, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচন কমিশনের কথা শুনতে বাধ্য। কিন্তু কথা না শুনলে কী হবে? সেটা আইনে উল্লেখ নাই। বলা আছে, নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পাঠাবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।'

মুজিবুল হক বলেন, 'আমি ও আমার দলের চেয়ারম্যান সংসদে একাধিকবার বলেছিলাম, একটা আইন করেন নির্বাচন কমিশনের কথা না শুনলে তারাই যেন তড়িৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এটা দেওয়া হলে নির্বাচন কমিশন বাঘের মতো কাজ করত। এই আইন না থাকায় নির্বাচন কমিশন এখন বাঘ, কিন্তু দাঁত ছাড়া।'

গত সোমবার থেকে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন ফরম বিক্রির শেষ দিন। দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ ও তাঁর ছেলে সাদ এরশাদ আজ দুপুর পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেননি।

এই বিষয়ে জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেন, সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ অসুস্থ। উনি যদি নির্বাচন করতে চান, তাহলে অবশ্যই করবেন। ওনার ছেলেও যদি নির্বাচন করতে চায়, করবেন। এটা নিয়ে তো কোনো দ্বন্দ্ব নাই।

রওশন এরশাদ ৩দিন আগে তাঁকে ফোন করেছিলেন জানিয়ে মুজিবুল হক বলেন, 'ওনার এবং ওনার ছেলের মনোনয়ন ফরম নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত সহকারীকে পাঠাবেন বলেছেন। এখনো পাঠাননি। তিনি আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের স্ত্রী ও দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তিনি আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। উনি নির্বাচন করলে আমরা খুশি, তাঁকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করব। উনি নির্বাচন না করলে ভিন্ন বিষয়। নির্বাচন করবেন না, এমন কিছু এখন পর্যন্ত বলেন নাই।'

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির মনোনয়ন ফরম বিক্রির শেষ দিন। আর নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর। আজকের পরে রওশন এরশাদের জাতীয় পার্টির মনোনয়ন চাওয়ার সুযোগ রয়েছে কী না এমন প্রশ্নের জবাবে মুজিবুল হক বলেন, উনি আমাদের জন্য বিশেষ ব্যক্তি, তার জন্য যে কোনো সুযোগ আছে। ওনার জন্য যে কোনো ফাঁক থাকলেও সেটা কাজে লাগানো হবে।

নির্বাচন সুষ্ঠু হলে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে বলে আশা প্রকাশ করে মুজিবুল হক বলেন, আশা করছি, নির্বাচন কমিশনসহ যারা আশ্বস্ত করেছেন তারা কথা রাখবেন। বিশ্বাস করা ছাড়া তো উপায় নাই। জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে জাপা। বড় দুটি দল সুশাসন দিতে পারে নাই।

জাতীয় পার্টির (জাপা) সব পদপদবি থেকে অব্যাহতি পাওয়া জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ও দলের সাবেক মহাসচিব দেওয়া হলো মসিউর রহমানের (রাঙ্গা) মনোনয়নের বিষয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকেরা। এর জবাবে মুজিবুল হক বলেন, যারা বহিষ্কৃত তাদের মনোনয়ন ফরম দেওয়ার সুযোগ নেই। বহিষ্কৃত

কেউ চেয়ারম্যান বরাবর আপিল করলেই ফরম দেওয়ার সুযোগ হতে পারে। বহিষ্কৃত কেউ কেউ যোগাযোগ করছেন বলে তিনি জানান।

নির্বাচনে আসেন, কার কত দৌড় আমরা সেটা দেখি ঃ শেখ হাসিনা

ঢাকা ঃ বিএনপিকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দলটি নির্বাচনে আসুক, কার কত দৌড়, তা দেখা যাক। জনগণ কাকে চায়, তা যাচাই করা যাক। আজ বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভায় সভাপতিত্ব করছেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি শেখ হাসিনা। বিএনপিকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা নির্বাচনে আসবে না। নির্বাচনে আসার মতো তাদের আস্থাবিশ্বাস নেই। একটা দলের মাথা কোথায়? বিএনপি কি বাংলাদেশে একজন নেতাও পেল না, যাকে তারা দলের চেয়ারম্যান করতে পারে? বিএনপিকে উদ্দেশ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, দল যখন আছে, আর কিছু না হোক, নির্বাচনের নমিনেশন বিক্রি করা, এটাও তো একটা ব্যবসা তাদের (বিএনপি)। এর আগে সে ব্যবসাই তারা করেছে। হয়তো সে ব্যবসা করতে পারে। সে জন্য দলটি নির্বাচনে আসুক, তিনি সেই আহ্বান জানান। বিএনপিকে উদ্দেশ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'নির্বাচনে আসেন, কার কত দৌড় আমরা সেটা দেখি। জনগণ কাকে চায়, সেটা আমরা যাচাই করে দেখি।' ইতিমধ্যে যেসব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে, সন্দেহ নেই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন বিএনপি মিছিলমিটিং করছিল, ভদ্রভাবে রাজনীতি করছিল, তখন তাদের ওপর মানুষের আস্থা ফিরে আসছিল। তখন তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছিল। তারা মানুষের সমর্থন পাচ্ছিল। তারা জমায়েতও ভালো করছিল। তারা যখন জ্বালাওপোড়াও শুরু করল, তখন তারা আগের অবস্থানে চলে গেছে। হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কেউ অগ্নিসন্ত্রাসের চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে হবে। পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে।

ছোট ছোট দল জোটে আসছে

ঢাকা ঃ ভোটে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় পার্টি। বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির বহিষ্কৃত ও সাবেক নেতাদের কেউ কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিচ্ছেন। 'যুক্তফ্রন্ট' নামে নতুন জোট গঠন করে গতকাল বুধবার দুপুরে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। বিকেলে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানায় জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিও (জাপা)। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, আগামী দুতিন দিনে এভাবে অনেক দলের অবস্থান পাল্টাবে। আরও কিছু দল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ভোটে আসতে পারে ছোট দলগুলোর মধ্যে ইসলামপন্থী একাধিক দলের নাম রয়েছে। দলগুলো শিগগিরই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিতে পারে। তবে বিএনপির আলোচিত ও পরিচিত নেতাসহ অনেকেই দল ছেড়ে নতুন দুটি দলে (তৃণমূল বিএনপি ও বিএনএম) যুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে যে আলোচনা ছিল, তাতে এখন পর্যন্ত উল্লেখ করার মতো ফল আসেনি। এ নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ে অসন্তুষ্টি রয়েছে। তাই শেষ মুহূর্তে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ একটু পিছিয়ে হলেও বিএনপির আরও কিছু নেতা, আরও কিছু দলকে নির্বাচনে আনার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানা গেছে। আগামীকাল খেলাফত মজলিস (দেয়ালঘড়ি প্রতীক) ও পরদিন শনিবার বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের (বটগাছ প্রতীক) কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সভা আছে। দল দুটির পৃথক ওই শুরার সভায় ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাওয়া নাযাওয়ার বিষয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গেছে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত এই দল দুটি পাঁচদলীয় জোট 'সমমনা ইসলামি দলসমূহ'-এর শরিক। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার রাতে এই জোটের সভা হয়। সভা শেষে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে 'সমমনা ইসলামি দলসমূহ' জানিয়েছিল, বিরাজমান পরিস্থিতিতে দলীয় সরকারের অধীন কোনোভাবেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় জনমত উপেক্ষা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।

ঢাকার কয়েক জায়গায় বিএনপির ঝটিকা মিছিল

ঢাকাঃ সরকারের পদত্যাগ ও 'একতরফা' তফসিল বাতিলের দাবিতে অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ফকিরাপুল, মতিঝিলসহ কয়েকটি স্থানে 'ঝটিকা' মিছিল বের করেছেন বিএনপির কয়েকজন নেতা। বিএনপির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আজ সকাল সাড়ে ৬টা ফকিরাপুল সড়কে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে মিছিল হয়। আর মতিঝিলে নটর ডেম কলেজের সড়কে ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী ঝটিকা মিছিলের নেতৃত্ব দেন। এসব মিছিলে ২০ থেকে ২২ জন নেতাকর্মী ছিলেন। মিছিলকারীরা 'একতরফা তফসিল মানি না, মানব না', 'অবরোধ চলছে, অবরোধ চলবে' ইত্যাদি স্লোগান দেন।

সরকার পদত্যাগের 'এক দফা' দাবি ও নির্বাচন কমিশনের 'একতরফা' তফসিল বাতিলের দাবিতে বিএনপির এটি ষষ্ঠ দফার অবরোধ কর্মসূচি। গত ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনের মহাসমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়। এরপর পুলিশ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এসব গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিএনপি হরতালঅবরোধের মতো কর্মসূচিতে যায়। এ পর্যন্ত অবরোধের পাশাপাশি তারা দুই দফা হরতালও করেছে। ষষ্ঠ দফার ৪৮ ঘণ্টার এই অবরোধ শেষ হবে আগামীকাল শুক্রবার সকাল ৬টায়।

ফকিরাপুলের কাছে আজ সকালে 'ঝটিকা' মিছিল শেষে রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'সরকার ও তার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সারা দেশে বিএনপির নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ করছেন। জনগণ এই কর্মসূচিতে রাজপথে নেমে আসছেন। প্রতিদিনই পুলিশ আমাদের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করছে, মিথ্যা ও গায়েবি মামলা দিচ্ছে, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা চালাচ্ছে, নেতাকর্মীদের না পেয়ে তাঁদের বাবাভাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবরোধ রুখতে পারছে না।'

রিজভী বলেন, এবার সরকার পার পাবে না, এসব করে অবৈধ ক্ষমতাকে আর এক্সটেনশন করা যাবে না, জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে দমানো যাবে না। এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম, আবদুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েলসহ ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা ছিলেন।

রাজধানীর নটর ডেম কলেজের সামনে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের নিয়ে মিছিল করেন জেলার সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী। এ সময় ১৫ থেকে ১৬ জন নেতাকর্মী নিয়ে তাঁরা মিছিল করে তফসিল বাতিলের দাবিতে স্লোগান দেন।

এ ছাড়া পান্থপথে স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহসভাপতি ইয়াছিন আলী ও সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান এবং মেরুল বাড্ডায় ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিব, ধোপখোলার কাঠের পোলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আসাদুজ্জামান আসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সুজন মোল্লার নেতৃত্বে 'ঝটিকা' মিছিল করা হয়।

সম্পাদকীয়

এরদোয়ানের আহ্বান কেন কেউ কানে তুলছে না

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গ্রুপ হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে ইসরায়েলের কয়েক শ বেসামরিক লোক ও সেনাদের হত্যা করার পরপরই তুরস্ক সরকার তার ভূখণ্ডে থাকা হামাস নেতাদের বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়। এতে বোঝা যাচ্ছিল, তুরস্ক চায় না হামাসের হামলায় তাদের কোনো সহযোগিতা বা কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতার কথা উঠুক। বরং তুরস্ক উদ্ভূত এই সমস্যা সমাধানে নিজেকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছে। সংঘাত শুরুর পরপরই তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান একটি ভারসাম্যমূলক বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে তিনি ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হামলা এবং গাজায় ইসরায়েলের বোমা হামলা দুটিরই নিন্দা জানান। তিনি অবিলম্বে সংঘাত বন্ধ করে সংলাপে বসার জন্য উভয় পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান এবং হামাসের হাতে জিম্মি হওয়া ইসরায়েলি নাগরিকদের মুক্ত করার কাজে সহায়তা দিতে রাজি আছেন বলেও জানিয়ে দেন। কিন্তু এরদোয়ানের এই আহ্বান কোনো ফল বয়ে আনেনি। আঙ্কারার কূটনৈতিক তৎপরতার প্রভাবও সীমিত থেকেছে। এখন পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির কোনো ঘোষণা ঘোষণা আসেনি।

তুরস্কের কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। আসলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে তুরস্কের মধ্যস্থতায় সফলতা পাওয়ার সঙ্গে গাজা পরিস্থিতির পার্থক্য আছে। আঙ্কারা যেহেতু রাশিয়া ও ইউক্রেন-উভয়েরই অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার, সেহেতু সহজেই তুরস্ক তাদের সংলাপে ডাকতে পেরেছে। এরদোয়ানের প্রতি এই দুই শিবিরেরই যথেষ্ট ভরসা ছিল। এ কারণে তারা বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছে। কিন্তু গাজা যুদ্ধের ক্ষেত্রে তুরস্কের হাতে এমন কোনো হাতিয়ার ছিল না, যা ব্যবহার করে এরদোয়ান ইসরায়েলকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করতে পারে। আঙ্কারা ও তেল আবিবের সঙ্গে জোরালো অর্থনৈতিক বন্ধন থাকলেও সেই বন্ধনের তেমন কোনো রাজনৈতিক ওজন নেই। এরদোয়ানের প্রতি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর তেমন কোনো টান নেই। এটি তেল আবিব ও আঙ্কারা উভয়ই জানে। ইসরায়েলের কর্মকর্তারা বলেছেন, হামাস তাঁদের জিম্মিদের ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোনো ধরনের সংলাপ বা সালিসে বসতে রাজি নন। ফলে ইসরায়েল সংলাপের দিকে না গিয়ে 'গাজাকে মুছে দেওয়া' এবং প্রতিশোধ নেওয়ার দিকে মন দিয়েছে। অবাক করা ব্যাপার হলো ৭ অক্টোবরের হামলার পর পরই আঙ্কারা হামাস নেতাদের তুরস্ক ছাড়তে বলার পরও ইসরায়েলের নেতারা এরদোয়ানকে ধন্যবাদ কিংবা অভিনন্দন জানিয়ে কোনো বিবৃতি দেননি। হামাসের ওপর অন্য দেশগুলোর তুলনায় তুরস্কের অনেক বেশি ভারসাম্যপূর্ণ প্রভাব আছে, যার ব্যবহার চলমান সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের উপকারে আসতে পারত। জর্ডান, মিসর এবং কাতারও গাজা যুদ্ধে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে গাজা সংকট সমাধানে তুরস্ককে ওয়াশিংটনের দিক থেকে কোনো রকম সহযোগিতা করা হয়নি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে গাজায় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাইডেন অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। হামাসের হাতে জিম্মি ইসরায়েলি নাগরিকদের উদ্ধারে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে আলোচনা করলেও তা তেমন ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। কারণ, গত এক দশকে নানা বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে আঙ্কারার দূরত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেছে। তুরস্ক এখন অন্যদিকে জোর দিয়েছে। একটি সূত্র আমাকে বলেছে, 'সম্প্রতি তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিদান আরব অঞ্চল সফর করে জর্ডান, মিসর, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে একটি বার্তাই দিতে চেয়েছেন। সেটি হলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে আরব দেশগুলোকে সমর্থন দিতে তুরস্ক প্রস্তুত আছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করে লাভ হবে না। আমরা আরবদের ঐক্যফ্রন্ট দেখতে চাই।' ফিদান ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অবসানে আরবদের এক করার যে চেষ্টা চালাচ্ছেন, সেটিকে অনেক সমালোচক ইসরায়েলকে থামানোর যথেষ্ট উদ্যোগ নয় বলে মনে করছেন।

জার্মানির বাজেট সংকট ঃসরকারের জন্য নতুন হুমকি

বাজেট নিয়ে বড় ধরনের জটিলতায় পড়েছে জার্মানির সরকার। অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ান লিন্ডনার কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের উপর স্থগিতাদেশ আরোপ করেছেন।

সোমবার বিবৃতি দিয়ে জার্মানির অর্থমন্ত্রী অবিলম্বে ২০২৩ সালের বাজেটের ব্যয় স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন। ফেডারেল বাজেটের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এমন কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানান তিনি। প্রকৃতপক্ষে জার্মানির সর্বোচ্চ আদালতের নাটকীয় এক রায়ের বড় প্রভাব পড়েছে সরকারের উপরে।

ইয়েন্স থুরাউ
প্রাবন্ধিক

সংকটের শুরু যেখান থেকে

জার্মানির জোট সরকার কোভিড মোকাবিলায় বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছিল। সেখান থেকে খরচ না হওয়া ৬০ বিলিয়ন ইউরো সরকার জলবায়ু খাতে ব্যয় করতে চেয়েছিল। বিশেষ করে বিদ্যুৎচালিত পরিবহণ ও ভবনগুলোকে জ্বালানি সাশ্রয়ী করতে এই অর্থ ব্যয়ের কথা ছিল। কিন্তু আদালত এই সিদ্ধান্তকে আটকে দিয়েছে। তাই এই ধরনের তহবিলের ক্ষেত্রে ঋণের সাধারণ নিয়মই কার্যকর হবে। ১৫ নভেম্বরের দেয়া রায়ে আদালত বলেছে, কোনো একটি বছরের জন্য বরাদ্দ করে পরবর্তী বছরে তা অন্য খাতে সেই অর্থ সরকার ব্যয় করতে পারে না। আদালাতের রায় চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস ও তার সরকারের জন্য বড় আঘাত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

জার্মানি থেকে মানুষদের ফেরত পাঠানো সহজ করবে যে আইন

২০০৮-০৯ সালে ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দার পর জার্মানির তৎকালীন চ্যান্সেলর সতর্কতা হিসেবে ঋণ সীমার নিয়ম চালু করেন। সে অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ঘাটতি বা নতুন ঋণের পরিমাণ জিডিপির দশমিক তিন-পাঁচ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। কিন্তু কোভিড মহামারির সময় সংকটকালীন পরিস্থিতি দেখিয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছিল। জলবায়ু পরিবর্তনকে অনেকে সংকট হিসেবে বিবেচনা করলেও সরকারিভাবে তা ঘোষিত নয়।

জোটে দ্বন্দ্ব

এই রায়ের ফলে রাজনৈতিকভাবেও সংকটে পড়েছে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এসপিডির নেতৃত্বাধীন জোট। তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সিডিইউ এর আবেদনের প্রেক্ষিতেই আদালত এই রায় দিয়েছে। নির্বাচনের দুই বছর আগে জোট সরকারের জন্য এটি বড় রাজনৈতিক পরাজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কীভাবে সরকার তার ব্যয় সামাল দিবে তা নিয়ে জোটের সদস্যদের মধ্যেও রয়েছে মতবিরোধ। এসডপিডি চায় কর বাড়াতে। পাশাপাশি ২০২৪ সালকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ঋণসীমা বাড়াতেও মত দিচ্ছেন দলটির কোনো কোনো নেতা।

অন্যদিকে শরিক দল এফডিপি কর বৃদ্ধির বিপক্ষে। তারা বরং সরকারের বিভিন্ন খাতে বাজেট কমানোর পক্ষে। আর জোটের তৃতীয় সঙ্গী গ্রিন পার্টি সামাজিক ও জলবায়ু খাতের ব্যয় কমানোর ঘোরতর বিরোধী। তবে শেষ পর্যন্ত এফডিপি ও বিরোধী দল সিডিইউ-এর চাপে কর না বাড়িয়ে ব্যয় কমানোর দিকেই সরকারকে হাঁটতে হতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। গ্রিন পার্টির মন্ত্রীদেরকে সেক্ষেত্রে দলটির নেতা-কর্মীদের জবাবদিহিতার মধ্যে পড়তে হবে, যা সরকারের জোটেও চিড় ধরাতে পারে।

সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে জোটের সদস্যদের এই স্পষ্ট মতবিরোধ সত্ত্বেও তা থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে বলে পার্লামেন্টে আশা প্রকাশ করেছেন চ্যান্সেলর শলৎস। এমন বাস্তবতায় জনগণের কাছে সরকারের অনুমোদনের রেটিং তলানীতে এসে ঠেকেছে - নতুন নির্বাচনের ক্ষেত্রে যা জোটের তিন সদস্যের জন্য চিন্তার বিষয়।

মিয়ানমারের সেনা সরকারের দিন ফুরিয়ে আসছে

'মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ঐক্যবদ্ধ থাকবে, শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে তারাই জয়ী হবে,' এই কথা এখন বোধ হয় ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে। অথচ ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর বিদেশি সরকার ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর শক্তিমত্তা সম্পর্কে এমনটাই ভেবেছিলেন।

অপারেশন ওয়ান জিরো টু সেভেন শুরু হয় গত মাসের ২৭ তারিখ।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সশস্ত্র এই গোষ্ঠী দ্রুত মিয়ানমারের উত্তর দিককার রাজ্য শানের সামরিক ঘাঁটি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যপথের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে নেয়। বর্ষা মৌসুমের শেষে এসে দেখা যাচ্ছে, এই গোষ্ঠীর আগ্নেয়াস্ত্রের মজুত এবং সামরিক সক্ষমতা অনেকটাই বেড়েছে। তারা দৃঢ়চিত্ত এবং তাদের সঙ্গে জনসমর্থন আছে। কারণ, সরকারের পক্ষে সে অর্থে কোনো জনসমর্থন নেই।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদও কবজা করেছে, যার অর্থ মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর সদস্যরা হয় পালিয়ে গেছেন, না হলে আত্মসমর্পণ করেছেন।

প্রতিরোধের শুরুর দিকে মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), কোকাং চায়নিজ গ্রুপ, তা আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), পালং গ্রুপ এবং রাখাইনের দ্য আরাকান আর্মি (এএ) মিয়ানমারের সঙ্গে চীনকে যুক্ত করেছে, এমন মহাসড়কগুলো নিয়ন্ত্রণ করছিল।

চীন মিয়ানমারকে বলেছিল, এই দলগুলোকে সমর্থন দিতে। তারা মনে করেছিল এতে করে সীমান্ত এলাকার জীবন ও সম্পদ থাকবে এবং চীনা কর্মকর্তাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা যাবে।

মিয়ানমার সরকারও বলেছিল তারা সীমান্ত এলাকায় স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। কিন্তু আদতে তারা এই অঞ্চল থেকে ক্রমেই নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে।

এ বছরের শেষ নাগাদ মিয়ানমারের রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। কারণ, বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এই জান্তা সরকারের যদি বোধবুদ্ধি থেকে থাকে, তাহলে তারা দ্রুতই মিন অং হ্লাইংকে সরিয়ে অপেক্ষাকৃত কম অযোগ্য একজনকে প্রধান করবে। অবশ্য কম অযোগ্য ব্যক্তি আছে কি না, সে প্রশ্নও আছে। আর তারপরই তাদের কাজ হবে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মীমাংসায় বসা।

অপারেশন ওয়ান জিরো টু সেভেন মিয়ানমার এবং বিদ্রোহীদের ঘরে ঘরে উচ্চারিত একটি নাম। বিদ্রোহী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ) এবং ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স এই অভিযানে অংশ নিচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই অভিযানে ২০ হাজার যোদ্ধা অংশ নিচ্ছেন এবং এই অপারেশনটি হবে দীর্ঘ। বিদ্রোহীদের এই অভিযানে মিয়ানমার জান্তাদের দুর্বলতা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। যেভাবে তারা পরাজিত হয়েছে, তাতে মনে হয় তারা আসলে যুদ্ধ করতেই চায়নি।

উত্তরের যখন এই অবস্থা, তখন দক্ষিণে কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (কেএনএলএ) এবং তাদের মিত্র পিডিএফ গ্রুপ মিয়ানমারের সঙ্গে থাইল্যান্ড সীমান্তে হামলা চালায়। এশিয়া হাইওয়ের অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলের শুরু ইয়াঙ্গুন, আর এর শেষ সীমা থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে মিয়াবতী। এর অর্থ হলো, দক্ষিণেও সামরিক জান্তাদের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হতে চলেছে।

পিইন ও লিন এবং মোগকে শহরেও মান্দালয় পিডিএফ মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে পিইন ও লিন শহরে সেনাবাহিনীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর একের পর এক সফল হামলা এটাই প্রমাণ করে যে সেনা সরকারের দিন ফুরিয়ে আসছে।

তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, নেপিডোতে সামরিক জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং নেশনওয়াইড সিজফায়ার অ্যাগ্রিমেন্টের (যুদ্ধবিরতি চুক্তি) অষ্টম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের দুই সপ্তাহের মাথায় এই আক্রমণের ঘটনাগুলো ঘটল। এনসিএ অনুষ্ঠানের পর তথাকথিত 'শান্তি বিশেষজ্ঞরা' নেপিডোতে জড়ো হন এবং সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সামরিক সরকারের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ছাড়া এ ধরনের বৈঠকের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

এই সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর আরও শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং সুসমন্বিত হওয়া প্রয়োজন। মিয়ানমারের নেতাদের উচিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে কী কী করা উচিত, তা নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা করা। এই সরকার চাপে পড়েছে। মিন অং হ্লাইং সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না।

একসময়ে যেই জনতা রাস্তায় আন্দোলন করছিলেন, তাঁরাই এখন জান্তাদের হিংস্র হামলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ, দেশের অবস্থা বহুদিন ধরে অস্থিতিশীল। এই পরিস্থিতিতে কি মিন অং হ্লাইং দেশে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? অসম্ভব। তিনি পারবেন না।

স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল নেতারা কি তাঁকে সরিয়ে দেবেন? কারণ, তিনি শুধু অসৎ নন, তিনি নিঃসন্দেহে একজন অযোগ্য জেনারেল।

খুব সম্প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন সহযোগীর দুর্নীতির দায়ে সাজা হয়েছে। তাঁকে দীর্ঘ কারাবাস দিয়েছেন দেশটির আদালত। মিয়ানমারের অপর দুর্নীতিবাজ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোয়ে মিন্ট টানও দুর্নীতির দায়ে জেলে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে তাঁর অধীন একজন কর্মকর্তা এবং বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে জেরা করা হয়। তাঁরাই জানান, কাজ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি আসলে কত শতাংশ হারে ঘুষ নিতেন।

মিয়ানমার নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের অনেকেই মনে করেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে ভাঙন শুরু হবে। প্রাণের মায়ায় সাবেক বেশ কয়েকজন সামরিক নেতা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশী দেশগুলোয় ইতিমধ্যে জায়গাজমি কিনে রেখেছেন।

এ বছরের শেষ নাগাদ মিয়ানমারের রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। কারণ, বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এই জান্তা সরকারের যদি বোধবুদ্ধি থেকে থাকে, তাহলে তারা দ্রুতই মিন অং হ্লাইংকে সরিয়ে অপেক্ষাকৃত কম অযোগ্য একজনকে প্রধান করবে। অবশ্য কম অযোগ্য ব্যক্তি আছে কি না, সে প্রশ্নও আছে। আর তারপরই তাদের কাজ হবে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মীমাংসায় বসা।

সাময়িকী

পুতিন ও হামাস প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চায়

এ সময় আমরা যে বিকল্প বেছে নেব, তার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। এই যুদ্ধবিগ্রহের উল্টো দিকের বিশ্ব আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমরা কি হামাসের নির্ভেজাল শয়তানি দেখতে থাকব? ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন-এই দুই জাতি কি একদিন পাশাপাশি দুটি দেশে শান্তিতে বাস করবে না? আমরা কি ভ্লাদিমির পুতিনকে তাঁর আগ্রাসী ভূমিকার জন্য জবাবদিহি করব না? আমরা কি চাইব না যে ইউক্রেনের মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচুক? আর ইউরোপ নোঙর হয়েই থাকুক বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার?

জো বাইডেন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আমরা কি একটা ইতিবাচক ভবিষ্যতের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব না? নাকি যারা আমাদের মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়, তাদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেব? আমরা কি চাইব যে তারা টেনেহিঁচড়ে পৃথিবীকে আরও বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাক? আরও বিভক্তি তৈরি করুক? পুতিন ও হামাস প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে যুদ্ধে জড়িয়েছে। পুতিন ও হামাসের আশা বৃহত্তর আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও একত্রকরণের চেষ্টাকে ধসিয়ে দেওয়া। তারা অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তো তা করতে দেবে না, দিতে পারে না। আমাদের নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং গোটা দুনিয়ার ভালোর জন্যই এই অবস্থান। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য দেশ। আমরা মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক করি তাদের সঙ্গে, যারা দখলদারদের বিরুদ্ধে এক জোট হয়। আমাদের উদ্দেশ্য একটি উজ্জ্বলতর, শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা। পৃথিবী সমসাময়িক এসব সমস্যা সমাধানে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নেতৃত্বের দায় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দিচ্ছে। কারণ, আমরা যদি আজ এই চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরও বাড়বে। আর পাল্লা দিয়ে বাড়বে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ব্যয়। আমরা তা হতে দিতে পারি না। ইউক্রেনের মানুষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার মূলে কাজ করেছে এই বোধ। আমরা চেয়েছি, ইউক্রেন যেন পুতিনের বর্বর যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে যেতে পারেন। গত শতাব্দীর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ থেকে আমরা জেনেছি, ইউরোপে দখলদারির বিরুদ্ধে সবাই যদি চুপ থাকে, তাহলে সংকট বাড়ে। এই সংকট শুধু ইউরোপে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রকেও সক্রিয় হতে হয়। সে কারণে ইউক্রেনকে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ। ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিরোধ মেটাতে ইউক্রেনে আমাদের এই যুক্ততা প্রয়োজন। আমরা মার্কিন সেনাবাহিনীকে এই যুদ্ধ থেকে দূরে রেখেছি। আমরা ইউক্রেনের সাহসী জনগোষ্ঠীকে অস্ত্র ও আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছি যেন তারা তাদের দেশের মাটিকে মুক্ত রাখতে পারে। আমরা চাই, এই বিরোধ যেন আর না ছড়ায়। পুতিনের এই জয়কে আমরা তাই প্রতিরোধ করতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র একা এসব কাজ করছে না। ৫০টির বেশি দেশ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যেন ইউক্রেন নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের অংশীদারেরা এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক দায়ের বড় অংশ বহন করছে। আমরা আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ন্যাটো গঠন করেছি। আমাদের মিত্রদের শক্তিসামর্থ্য বাড়লে আদতে আমাদেরই নিরাপত্তা জোরদার হবে। একই সঙ্গে এ কথাও জোরালোভাবে বলতে চাই যে রাশিয়ার আগ্রাসন রুখতে আমরা ন্যাটোর প্রতিটি ইঞ্চির সুরক্ষা দেব। এই যুদ্ধে এশিয়ায় আমাদের মিত্ররাও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তারাও ইউক্রেনকে সমর্থন দিচ্ছে এবং পুতিনের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইছে। কারণ, তারা জানে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ইউরোপের স্থিতিশীলতা একই সূত্রে গাঁথা। আমরা আরও দেখেছি কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিরোধ পুরো বিশ্বে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়। আমরা হামাসের খুনে ধ্বংসবাদী আচরণ থেকে ইসরায়েলিদের সুরক্ষার অধিকারের প্রতি জোরালো সমর্থন জানাই। ৭ অক্টোবর হামাস ৩৫ জন মার্কিন নাগরিকসহ ১ হাজার ২০০ মানুষকে খুন করে। হলোকাস্টের পর এক দিনে ইহুদিদের এত মৃত্যুর ঘটনা আর ঘটেনি। নবজাতক, দু-আড়াই বছরের শিশু, মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, হলোকাস্ট থেকে বেঁচে ফেরা মানুষের অঙ্গহানি ও হত্যা করেছে ওরা। পরিবারের সব সদস্য খুন হয়েছেন, এমন নজিরও আছে। কনসার্টে অংশগ্রহণকারী অল্প বয়সী তরুণ-তরুণীরা খুন হয়েছেন। বুলেটবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ কিছু লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। আর এক মাসের বেশি সময় ধরে দুই শতাধিক মানুষ জিম্মি হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে শিশু ও মার্কিন নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের পরিবারগুলো নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে। স্বজনেরা বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, জানতে উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে তারা। আমি যখন এই লেখা লিখছি, তখনো জিম্মি মুক্তির জন্য আমার সহকর্মীরা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইসরায়েলিরা যখন এই ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না, তখন আরও ৭ অক্টোবর ঘটানোর অঙ্গীকার করেছে হামাস। ঘোষণা দিয়েছে, তারা থামবে না। ফিলিস্তিনিরা নিজস্ব ভূমি ও হামাসমুক্ত ভবিষ্যতের দাবিদার। গাজায় শিশুসহ কয়েক হাজার বেসামরিক নাগরিকের লাশের ছবি দেখে আমার বুক ভেঙে যায়। ফিলিস্তিনি শিশুরা তাদের মৃত মা-বাবার জন্য কাঁদছে। বাবা-মায়েরাও তাঁদের সন্তানদের হাত-পায়ে নাম লিখে রাখছেন যেন ভয়ংকর কিছু ঘটে গেলে তাদের শনাক্ত করা যায়। প্রতিটি প্রাণই অমূল্য। ফিলিস্তিনি নার্স ও চিকিৎসকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন প্রত্যেকের জীবনকে রক্ষা করতে। তাঁদের হাতে সামান্য সরঞ্জাম আছে, কিংবা কিছুই নেই। প্রত্যেক ফিলিস্তিনির প্রাণহানি একটি গোটা পরিবার বা সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। যুদ্ধে সাময়িক বিরতিই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। যুদ্ধ বন্ধ হওয়া উচিত সারা জীবনের জন্য। উচিত চলমান সহিংসতার চক্র ভেঙে গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কিছু গড়ার উদ্যোগ নেওয়া, যেন একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়। ৭ অক্টোবরের কয়েক সপ্তাহ আগে আমি নিউইয়র্কে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ওই আলোচনায় কিছু বাস্তবসম্মত প্রতিশ্রুতি নিয়ে কথা হয়। বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্তিতে সাহায্য করতে পারে, এমন সব বিষয়ই ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, জর্ডান ও ইসরায়েলকে মাঝখানে রেখে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক করিডর স্থাপনের অভিনব প্রস্তাবও সে কারণেই উঠেছিল। গত সেপ্টেম্বরে ভারতে জি-২০ বৈঠকে এর ঘোষণাও দেওয়া হয়েছিল। দেশে দেশে যোগাযোগ বাজারের সম্ভাবনা বাড়ায়, বিনিয়োগেরও সুযোগ সৃষ্টি করে। আঞ্চলিক যোগাযোগ-অর্থনৈতিক অবকাঠামো তরুণদের জন্য আরও বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। আমরা মধ্যপ্রাচ্যে তাই চাই।

জানা অজানা

শব্দদূষণ রোধ করা জরুরি

জি. বি. এম রুবেল আহম্মেদ

শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই এখন শব্দদূষণ। অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে মাইকে বিভিন্ন ধরনের প্রচারপ্রচারণা। রাজধানী সহ সকল শহরগ্রামগঞ্জে বাসাবাড়িতে থাকা অবস্থায়, রাস্তাঘাটে চলাচল করার সময় শব্দদূষণের অত্যাচারে টেকা দায়। গ্রামে অতিরিক্ত প্রাইভেট ক্লিনিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পণ্য বিক্রি, মাছমাংসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচারগাড়ি প্রতিনিয়ত ঘুরছেফিরছে। এ ছাড়াও গ্রামে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে কিশোর ও যুবক দ্বারা রাতভর উচ্চ আওয়াজে বক্সে গান বাজানোর বিষয়টি। বিভিন্ন দিবস ছাড়াও এই উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে গেছে। গাড়ির বিকট আওয়াজ, উচ্চ স্বরে অকারণে হর্ন বাজানো, বাড়ি নির্মাণের পাইলিং ও ইট ভাঙার আওয়াজ, জোরে মাইক বাজানো, জোরে টিভি বা মোবাইলে ভিডিও চালানো, সাইরেন ইত্যাদিতে শব্দদূষণের শেষ নেই। এতে যেমন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে অন্যদিকে বাসায় থাকা রোগীদের বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে। আর যাদের হার্টের অসুখ আছে, তাদের তো করুণ অবস্থা। এতে সাধারণ মানুষের ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। শব্দদূষণের কারণে মানুষ দিনদিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন শব্দদূষণের জ্বালা সহ্য করতে করতে মানুষের বধির হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিনিয়ত শব্দদূষণের ফলে আরও নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। যেমন, বুকের ব্যথা, অস্থির হতে পারে। মাথা ধরা, কান স্তব্ধ হয়ে যাওয়া, মেজাজ খিটখিটে বা রাগ বেড়ে যেতে পারে। যেহেতু কানের সঙ্গে চোখের সম্পর্ক আছে, তাই কানের ক্ষতি হলে চোখেরও ক্ষতি হতে পারে। শব্দদূষণ একটা মারাত্মক দূষণ। শব্দদূষণ রোধ করতে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া ও প্রশাসনের তৎপরতা বৃদ্ধি করা অতি জরুরি। বৃক্ষ অনেকটা শব্দ প্রতিরোধ করে এর তীব্রতা কমিয়ে দেয়। তাই শহরাঞ্চলে ও গ্রামে রাস্তায় দুই পাশে বেশি বেশি বৃক্ষ লাগিয়ে শব্দের তীব্রতা কমানো যেতে পারে। আর সবচেয়ে বেশি দরকার জনসচেতনতা। মানুষকে বুঝতে হবে, জানতে হবে কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো। আশপাশের পরিবেশ নির্মল রাখতে, প্রাণভরে অক্সিজেন গ্রহণ করতে ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে শব্দদূষণ রোধ করতে হবে। এটি দেশের ক্ষতি, দশের ক্ষতি এবং সমগ্র পৃথিবীর ক্ষতি।

পাঠকের চিঠি

অভাবে, অসুখে ও অসময়ে যে পাশে এসে দাঁড়ায় সেই প্রকৃত বন্ধু ও আত্মীয়

সব দিন মানুষের সমান যায় না।জীবনে সুখ,দুঃখ,হাঁসি,কান্না,ব্যথা, বেদনা,বিপদ আপদ,অসুখ বিসুখ, ভালো মন্দ লেগেই আছে।সব কিছু মিলিয়ে জীবন।আজ যে কেউ ধনী আছে কাল গরীব হতে পারে,আজ যে সুস্থ আছে কাল কে তার রোগ হতে পারে,আজ যে ভালো আছে কাল তার কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।কাল চক্র ও ভাগ্য চক্র নিরন্তর ঘুরছে।আজ যে আনন্দে আছে কালকে তাকে চোখের জল ফেলতে হবে,আজ যে রাজ মহলে আছে কাল কে তাকে পথে রাত কাটাতে হবে।মানুষ সাধারণত সুখে,আনন্দে,উৎসবে,অনুষ্ঠানে,বিয়ে,শ্রাদ্ধ,অন্নপ্রাশন , জন্ম তিথি পালনে সাথ দেয়,বাড়িতে আসে, পাশে এসে দাঁড়ায় ও ভুরি ভোজ খায় কিন্তু অভাবের সময়,অসুখের সময়,অসময়ে অর্থাৎ বিপদের সময় খুব কম লোক ই পাশে এসে দাঁড়ায়,খোঁজ খবর নেয় ও সহযোগ করে।পাছে গেলে টাকা দিতে হবে,পাছে গেলে ফেঁসে যাবো,পাছে গেলে বিপদে পড়বো তা থেকে দূরে থাকাই ভালো।বলে দেব,সময় না থাকার জন্য যেতে পারি নি কিন্তু খবর নিয়েছি।যে ব্যক্তি মানুষের অভাবে,অসুখে ও অসময়ে অর্থাৎ বিপদের সময় পাশে দাঁড়ায় সেই প্রকৃত বন্ধু ও আত্মীয়।সব সময় টাকা দিয়েই যে সহযোগ করা যায় তা নয়,বুদ্ধি,ভরসা,সান্ত্বনা ও দুটো ভালো কথা বলেও অসময়ে ও বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগ করা যায় ও মানুষের জীবন রক্ষা করা যায়।সেই প্রকৃত বন্ধু ও আত্মীয় যদি সে মানুষ ভুল ও অপরাধ করে ও থাকে তবু তাকে বিপদে ও অসময়ে ছেড়ে চলে যায় না ও মুখ ফিরিয়ে নেয় না।মানুষের জীবনে দুর্যোগ আসে আবার চলে যায় কিন্তু ভালো অথবা মন্দ কথা গুলো চিরকালের জন্য থেকে যায়।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচী-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচী থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পিআরবি অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at H 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001. Jharkhand. : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyakhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে মাতাজী আশ্রমের দুদিন মাতৃ সংগীত পরিবেশিত হলো

পটকা ঃ পটকার ভারত সেবা শ্রম সংঘ দাবানকি তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিগত ২০ ও ২১ শে নভেম্বর ধুমধামের সাথে জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হলো।এই উপলক্ষে কলস যাত্রা, মায়ের বিশেষ পূজা, আরতি, ভোগ, পুষ্পাঞ্জলি, মহাপ্রসাদ বিতরণ,ভক্তি গীতি,পদাবলী কীর্তন,আদিবাসী গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হলো।এই উপলক্ষে দুদিনই সন্ধ্যা ৫.৩০ থেকে ৭ টা পর্যন্ত মাতাজী আশ্রম হাতার মাতৃ সংগীত ও ভক্তি গীতির অনুষ্ঠান হলো।ভক্তি গীতি পরিবেশন করলেন সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ ও ভাস্কর চন্দ্র দে।সহযোগিতা করলেন তরুণ দে,স্বপন দে, সদানন্দ দাস ও লোচনা মণ্ডল।ধুমধামের সাথে প্রতিমা বিসর্জন করা হলো ২২ তারিখে।হাজার হাজার ভক্ত এই পুজোতে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

অসম পুলিশে বর্তমান ১২০ টি এসআই পদ খালি রয়েছে তবে আগামী বছর একটিও পদ খালি থাকবে না বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আগে প্রতিজন সাব ইন্সপেক্টরের উপর দেড়শ থেকে ২০০ টি মামলার দায়িত্ব থাকতো বর্তমান সেটা ৭ টিতে নেমে এসেছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের পুলিশ বিভাগে ইতিমধ্যে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান অসম পুলিশে বর্তমান ১২০ টি এসআই পদ খালি রয়েছে। তবে আগামী বছর সম পুলিশ বিভাগে এসআই একটিও পদ খালি থাকবে না। কারণ এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নিযুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। আগে প্রতিজন সাব ইন্সপেক্টরের উপর দেড়শ থেকে ২০০ টি মামলার দায়িত্ব থাকতো। কিন্তু বর্তমান শুধুমাত্র ৭ টি মামলার দায়িত্বে থাকছেন অসম পুলিশের সাবইন্সপেক্টররা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার নর্থইস্ট পুলিশ অ্যাকাডেমির ৫২ সংখ্যক সমাবর্তনের অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নর্থইস্ট পুলিশ অ্যাকাডেমির এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোট ৩৭৭ জন সাব ইন্সপেক্টরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে প্রশিক্ষণ নেওয়া অসমের ৩৩১ জন সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন। অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে তিনি প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রতিজনকে নিষ্ঠা সহকারে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। পুলিশের পোশাক পরে গরিব দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য করার মনোবৃত্তি গড়ে তোলার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। গরিব এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের উপরে লাঠি চালানো সহ্য করা হবে না। দুর্নীতির ক্ষেত্রে থাকতে হবে শূন্য সহনশীলতা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিজনকে সংবেদনশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাদের সেই ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন নর্থইস্ট পুলিশ অ্যাকাডেমি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মূলত এই নর্থইস্ট পুলিশ একাডেমিতে উত্তরপূর্বের প্রতিটি রাজ্যের সাব ইন্সপেক্টর এবং ডেপুটি সুপারিটেনডেন অফ পুলিশদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অধিকাংশ অসমের ক্যাডার রয়েছেন। প্রত্যেকেই অত্যন্ত উন্নত মানদণ্ডের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নর্থইস্ট পুলিশ একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রতিজন ক্যাডারকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা জ্ঞাপন করে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডাইরেক্টরকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতি জনের হাতে প্রমাণপত্র তুলে দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বর্তমান অসম পুলিশে ১২০ জন এসআই পদ খালি রয়েছে। তবে যেহেতু এর বিজ্ঞাপনে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ফলে আগামী বছর একটিও খালি এসআই পদ অসম পুলিশে থাকবে না। গত তিন বছরে অনবরতভাবে পুলিশ বিভাগে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে বর্তমান খালি পড়ে থাকা এসআই পদের সংখ্যা কমে গেছে। এর জন্য আগে এক একজন এসআইকে দেড়শ থেকে ২০০ মামলার দায়িত্ব পালন করতে হতো। অথচ বর্তমান প্রতিজন এসআই এর ভাগে মাত্র ৭ টি করে মামলা থাকে। চলিত নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর রাজ্যের এসআই এবং ডিএসপি পদ সম্পূর্ণভাবে ভরে যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য পরিবর্তন গুলোকে মানিয়ে নিতে হবে বলে মন্তব্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি কলিতার

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে ৬০০০ অস্ত্র লুট করা হয়েছে, ৪৫০০ উদ্ধার করা এখনও বাকি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে বলে ঘোষণা করেন ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডার লেঃ জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা। তিনি বলেন সম্পূর্ণ ভূরাজনীতি বদলে যাচ্ছে। এটা শুধু আমাদের দেশকে নয় বরং সশস্ত্র বাহিনীকেও প্রভাবিত করছে। দেশের প্রতিটি মহল যদি জড়িত না থাকে তাহলে ভবিষ্যতের যুদ্ধে একা সশস্ত্র বাহিনী জয়লাভ করতে পারবে না। সেসঙ্গে তিনি মনিপুরের পরিস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করে জানান রাজ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে ৬০০০ অস্ত্র লুট করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪৫০০ অস্ত্র উদ্ধার করা এখনও বাকি রয়েছে।

গতানুগতিক ধারা অব্যাহত রেখে চলিত মাসের গুয়াহাটি প্রেসক্লাবের অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিংইনচিফ লেফটেন্যাঃট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা। মহানগরের আমবাড়ি স্থিত গুয়াহাটি প্রেসক্লাবে আযোজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি বলেন রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ চলছে, ইসরাইলহামাস সংঘাতও চলছে। আমাদের আশেপাশেও অনেক অস্থিরতা রয়েছে। সুতরাং, পুরো ভূরাজনীতিই বদলে যাচ্ছে। এটাই পরিবর্তন যেটা ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র দেশকে নয় বরং সশস্ত্র সেনাবাহিনীকেও প্রভাবিত করছে। এর কারণ চারদিকে পরিবর্তন হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটছে এবং এটা যুদ্ধ শিল্পের উপর প্রভাব ফেলছে ফলে যুদ্ধের পদ্ধতিও পরিবর্তন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডিংইনচিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা বলেন মূলত পাঁচটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে ২০২৩ সালকে ভারতীয় সেনাবাহিনী পরিবর্তনের বছর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রয়েছে শক্তি, পুনর্গঠন এবং অপ্টিমাইজেশন, আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তি অধ্যায়, প্রক্রিয়া এবং ফাংশন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং যৌথতা এবং একীকরণ। শুধু সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবে না। এটা সমগ্র জাতির প্রচেষ্টা। সমগ্র জাতির প্রতিটি অংশকে ভবিষ্যতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। যেটা সাম্প্রতিক ইসরায়েলহামাস যুদ্ধের পাশাপাশি রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে একটি যুদ্ধে দেশের জনসংখ্যার কোনও অংশকে বাঁধ রাখা হয় না। এক্ষেত্রে অসামরিকসামরিক সংমিশ্রণের গুরুত্ব বেড়ে যায় বলে মন্তব্য করেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা।

তিনি বলেন দেশের আর্থসামাজিক চাহিদার সাথে নিরাপত্তার চাহিদার সমন্বয় ঘটাতে হবে। এর ফলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের সমন্বয়ের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। অসম এবং মণিপুর সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের আংশিক সংঘাতের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন কোনও যুবক যাতে চরমপন্থী সংগঠনে যোগদানের জন্য বিভ্রান্ত না হয় সেটা নিশ্চিত করতে সমাজ একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। গত দশ বছরে অসমের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে বিকাশ সাধন হয়েছে। ফলে এবার কোনো যুবক যাতে চরমপন্থী সংগঠনে যোগদানের জন্য বিপথগামী না হয় সেটা নিশ্চিত করতে সমাজের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেককে প্রথমে একজন ভারতীয় হিসাবে চিহ্নিত হতে শেখানো উচিত। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অসমিয়া জওয়ানের সংখ্যা কম কেন এই বিষয়ে করা প্রশ্নের জবাবে রানা প্রতাপ কলিতা বলেন অসম থেকে একজন সেনা অফিসার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে তাকেও অন্যান্য পেশার মতো শুরুতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই দিনটির জন্য তিনি তার আমার বাবামা, শিক্ষক এবং সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন যারা সর্বদা তাকে পুরো যাত্রায় সমর্থন করেছেন বলে মন্তব্য করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা।

অন্যদিকে ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা বলেন গত ৩ মে মণিপুরে কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে ৬০০০ এরও অধিক অস্ত্র লুট করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০০ অস্ত্র সাধারণ জনতার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো ৪৫০০ অস্ত্র উদ্ধার করা বাকি রয়েছে। তিনি জানান তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরাধিকার কেন্দ্রিক কিছু সমস্যা রয়েছে। মূলত কুকি, মেইতি এবং নাগা সম্প্রদায় মণিপুরে বসবাস করছে। এর জন্য সংঘর্ষ শুরু হওয়ার সাড়ে ছয় মাসেরও বেশি সময় পরেও রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি। তিনি বলেন উভয় সম্প্রদায়ই পুরোপুরি ভাবে মেরুকরণ হয়ে গেছে। তবে বর্তমান সংঘর্ষের মাত্রা কমে গেলেও বিভিন্ন পুলিশ কর্মী ও অন্যান্য স্থান থেকে লুট হওয়া চার হাজারের বেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যতদিন এই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হবে না ততদিন এই ধরনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা বলেন ভারত ম্যায়ানমার সীমান্তে অবৈধ অস্ত্র পাচার এবং মাদক পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তল্লাশি তথা পরীক্ষা অভিযান শুরু করা হয়েছে। তবে যেহেতু ৪৫০০ অস্ত্র এখনো উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি ফলে বাইরে থেকে অস্ত্র আসার কোন প্রযোজন নেই মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কলিতা বলেন, এর আগেও ১৯৯০ এর দশকে কুকি এবং নাগাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল যাতে প্রায় ১০০০ ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। প্রতিবেশী দেশে অস্থিরতার ফলে অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্তে এক প্রশ্নের জবাবে সেনা জেনারেল বলেন ভারত আশ্রয়প্রার্থী প্রত্যেক নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আশ্রয় দিচ্ছ। কিন্তু বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর সশস্ত্র ক্যাডার এবং মাদক পাচারকারীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি বললেন ভারতীয় সেনাবাহিনী সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে অবশেষে তাদের সমস্যা গুলোর একটি রাজনৈতিক সমাধান হওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ছিল সংঘর্ষের সময় বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত লোকদের জন্য উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা চালানো। পরে ভারতীয় সেনা সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সফলতা পেয়েছে। কিন্তু কুকি এবং মেইতির মধ্যে মেরুকরণের জন্য কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাছাড়া ভারত ম্যায়ানমার সীমান্তের সমস্যা কঠিন। মূলত ভৌগোলিক তথা ভূখণ্ডের অবস্থা এবং উন্নয়নের অভাবের জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই সীমান্ত সম্পূর্ণভাবে সিল করা নয়। সীমান্তের উভয় পাশে একই জাতির লোকদের প্রচুর অবাধ চলাচল হচ্ছে। ফলে সীমান্ত পরিচালনাকারী বাহিনীর পক্ষে কারা ভারত থেকে এবং কারা ম্যায়ানমার এর সেটা সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা।

টুকরো খবর

বরাক নদীতে ১৫ টি এবং ব্রহ্মপুত্র নদীতে ১৬ টি ফ্লোটিং টার্মিনাল ৬.০৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হচ্ছে বলে ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের

করিমগঞ্জের বদরপুরের স্থায়ী টার্মিনালের নবীকরণের কাজ দ্রুতভাবে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহন এবং জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্রকের দ্বারা অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে অব্যাহত থাকা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। এরমধ্যে বরাক নদীতে ১৫ টি এবং ব্রহ্মপুত্র নদীতে ১৬ টি ফ্লোটিং টার্মিনাল ৬.০৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হচ্ছে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। তাছাড়া করিমগঞ্জের বদরপুরের স্থায়ী টার্মিনালের নবীকরণের কাজ দ্রুতভাবে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। গুয়াহাটি মহানগরের রেডিসন ব্লু হোটেলে মঙ্গলবার আই ডব্লু এ আই এর গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক আযোজন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহন এবং জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্রকের মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল দুই মন্ত্রকের পর্যালোচনা বৈঠকের সভাপতিত্ব করে প্রযোজনীয় নির্দেশ জারি করেছেন। মূলত ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গুলো সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন তিনি। পর্যালোচনা বৈঠকে দুটি মন্ত্রকের জ্যেষ্ঠ অফিসাররা সম্পূর্ণ অঞ্চলে অব্যাহত থাকা প্রকল্প গুলোর বর্তমান স্থিতি উপস্থাপন করেন। প্রসঙ্গত উত্তরপূর্বাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ জলপথে ২৫ টি প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে ১১০০ কোটির অধিক টাকা অনুমোদন জানিয়েছে। এরমধ্যে ৮৫০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে অসমের ১৫ টি প্রকল্প রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল অফিসারদের যোগিঘোপা, পান্ডু, বিশ্বনাথ, নিমাতি, বিন্দাকটা, উরিয়ামঘাট এবং সদিয়ায় মোট সাতটি ফ্লোটিং টার্মিনালের কাজ তৎপরতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া ডিব্রুগড়ের বগীবিলে স্থায়ী টার্মিনাল, করিমগঞ্জের বদরপুর স্থায়ী টার্মিনালের নবীকরণের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে ত্রিপুরার সোনামুড়াতে নির্মীয়মান একটি স্থায়ী টার্মিনাল শীঘ্র সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাছাড়া তিনি ব্রহ্মপুত্রের ১৫ টি ফ্লোটিং টার্মিনাল এবং বোরাক নদীর ১৫ টি ফ্লোটিং টার্মিনাল নির্মাণের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেছেন। জাহাজ ফেরি তথা ক্রুজের মুসলিম যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ভারতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথ প্রাধিকরণের অফিসারদের মাধ্যমে ইতিমধ্যে সনাক্ত করা ব্রহ্মপুত্রের ৮৮ টি অগভীর স্থানে নিয়মিতভাবে খননকার্য চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গতিশীল নেতৃত্বে উত্তরপূর্ব ভারতকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ইঞ্জিন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বন্দর জাহাজ পরিবহন এবং জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্রক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এদিন দুটি মন্ত্রকের শীর্ষ অফিসারদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হয়ে যাবতীয় প্রকল্পের অগ্রগতি তিনি খতিয়ে দেখেছেন বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিবহনের মাধ্যমে পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সনাক্ত করে সেগুলো আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা করা হবে। অভ্যন্তরীণ জলপথের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে বগীবিলে স্থায়ী টার্মিনাল, ত্রিপুরার সোনামুড়াতে স্থায়ী টার্মিনাল, বগীবিল এবং পান্ডুতে ফ্লোটিং টার্মিনাল নির্মাণ এবং করিমগঞ্জ তথা বদরপুরে স্থায়ী টার্মিনালের নবীকরণ সম্পূর্ণ করা হবে। ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে অসমে ১৫০ কোটি টাকার মূল্যের প্রকল্পগুলো শুরু করার ক্ষেত্রে মন্ত্রক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন আয়ুষ মন্ত্রকে বর্তমান সারা উত্তর পূর্বে ২৮৬ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প রূপায়ণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। আয়ুষ মন্ত্রকের অফিসারদের এই প্রকল্পগুলো দ্রুত গতিতে ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিব্রুগড়ে ৮০.৬৬ কোটি টাকা মূল্যের যোগ এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং গুয়াহাটিতে ৩৪.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আজারাতে হোমিওপ্যাথির আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন তথা আয়ুষ সুস্থতা কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তিনি জানান ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে উদ্বোধনের প্রস্তাব থাকা ১০.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জি প্লাস থ্রি এবং জি প্লাস টু ভবনের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য আয়ুষ হচ্ছে এক মুখ্য আগ্রহের ক্ষেত্র। উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই ক্ষেত্রে আরো অধিক কাজ করার এক সমৃদ্ধ সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সনাক্ত এবং শুরু করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। উত্তর পূর্বে আয়ুষ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সম্ভাবনা উপলব্ধি করার দিকে দ্রুত গতিতে কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী কেন্দ্রিক কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার বক্তব্য খারিজ দেবব্রত শইকীয়া, গৌরব গগৈর, এই সংক্রান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে নেবেন বলে ঘোষণা

কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র কংগ্রেস দখল করলে পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে ঘোষণা মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অত্যাধিক তৎপর হয়ে ওঠে এবার প্রার্থী কেন্দ্রিক নানা মন্তব্য করেছেন। এমনকি আসন্ন নির্বাচনে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে লোভ হচ্ছে বলেও ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া এবার লোকসভা নির্বাচনে কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র কংগ্রেস দখল করবে বলে বিজেপিকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। তবে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী কেন্দ্রিক কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া, গৌরব গগৈ। তাদের বক্তব্য এই সংক্রান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে নেবেন। এদিকে কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র কংগ্রেস দখল করলে পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। প্রথমে কবিতা পড়ে গান, এরপর মহাভারত রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে আনা। অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তবে এবার আসন্ন নির্বাচনে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে লোভ হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ফলাফল সম্পর্কে আগামী ৩ ডিসেম্বর ভবিষ্যত্বাণী করতে চলেছেন কংগ্রেস সভাপতি। একই সঙ্গে ভূপেন বরা বলেছেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র দখল করতে চলেছে। অসম প্রদেশের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব সহকারে এই দুটি আসনে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত বলে ঘোষণা করে এক্ষেত্রে বিজেপিকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্তে প্রার্থী কেন্দ্রিক মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দিয়েছেন দলের বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এবং সাংসদ গৌরব গগৈ। দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী সংক্রান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন দেবব্রত শইকীয়া এবং গৌরব গগৈ। এমনকি বিরোধী ঐক্য মঞ্চে আসনের ভাগাভাগীর ক্ষেত্রেও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে সিদ্ধান্ত নেবেন। ফলে দলের প্রার্থী কেন্দ্রিক যেকোনো ধরনের মন্তব্য করা বৃথা বলে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া এবং গৌরব গগৈ। এমনকি সাংসদ আব্দুল খালেক একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনিও প্রার্থী কেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মল্লিকার্জুন খার্গের নাম উল্লেখ করেন। তবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা ফের বলেছেন বিরোধী ঐক্যমঞ্চে থাকা প্রতিটি দল প্রার্থী কেন্দ্রিক মন্তব্য করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই বলেও মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র দখল করতে চলেছে বলে সভাপতি ভূপেন বরার ভবিষ্যত্বাণীর পর স্বাভাবিকভাবে শাসক পক্ষে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শাসক পক্ষের তরফে একাধিক নেতা এই বিষয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা এই বিষয়ে গতকাল মন্তব্য করার পর এদিন ফের বলেন ভূপেন বরার এইসব স্বপ্ন কোনদিনও সার্থক হবে না। তাছাড়া আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যদি কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র দখল করতে পারে তাহলে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এক্ষেত্রে কংগ্রেস সভাপতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ১০০০ ব্যক্তির সমাগম করতেও অক্ষম। এক্ষেত্রে উদাহরণ তুলে ধরে তিনি জানান প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিপুল জনসমাবেশ হবে বলে আগাম বার্তা দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে সেই বৈঠকে গিয়ে দেখা গেল সভাপতি ভূপেন বরা সহ সেই বৈঠকে গুনে গুনে ১৩৮ জন ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ফলে এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতির এই ধরনের ঘোষণা করা শোভা পায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক মানব ডেকা।

চুক্তি নবায়ন করছেন না দ্রাবিড়, ভারতের নতুন কোচ হতে পারেন লক্ষ্মণ

আহমেদাবাদ ঃ তাহলে কি ভারত ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের অধ্যায় আপাতত শেষ?

ভারতের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া সেটাই বলছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি ছিল দ্রাবিড়ের। তিনি নাকি এই চুক্তি আর নবায়ন করছেন না। অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফাইনালই আপাতত ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের শেষ ম্যাচ।

আর নতুন কোচ হতে যাচ্ছেন দ্রাবিড়েরই বন্ধু ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ, যিনি আজ শুরু হতে যাওয়া ভারত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন। এর আগে ভারত আয়ারল্যান্ড টি টোয়েন্টি সিরিজে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ ছিলেন লক্ষ্মণ।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বিসিসিআইয়ের কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, দ্রাবিড় বোর্ডের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছেন না। দুই বছরের চুক্তিতে ২০২১ সালের নভেম্বরে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন দ্রাবিড়। সর্বশেষ এশিয়া কাপ ছাড়া ভারতকে আর কোনো শিরোপা জেতাতে পারেননি।

হেরেছেন আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনালে। এবারের বিশ্বকাপে অবশ্য ভারত দুর্দান্ত খেলেছে। ফাইনাল হারার আগে তারা জিতেছিল টানা ১০ ম্যাচে। এ ছাড়া দ্রাবিড়ের অধীনই টেস্ট ও ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল ভারত।

বিসিসিআইয়ের এক সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, 'বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্রাবিড় যোগাযোগ করে জানিয়েছেন, পূর্ণ মেয়াদে দলের প্রধান কোচ থাকতে তিনি আর ইচ্ছুক নন। প্রায় ২০ বছর ধরে খেলোয়াড় হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন দ্রাবিড়। কোচ হিসেবেও গত দুই বছরও একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, যেটা তিনি আর চাইছেন না। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির কোচ হিসেবেই তিনি ঠিক আছেন, এই দায়িত্বে থাকলে তিনি তাঁর শহর বেঙ্গালুরুতেও থাকতে পারবেন।' আরেকটি সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানিয়েছে, আইপিএলের কোনো দলের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন দ্রাবিড়। জাতীয় দলের অন্য কোচিং স্টাফ, যাঁদের চুক্তি বিশ্বকাপ পর্যন্ত ছিল, বিশ্বকাপ শেষে দলের সঙ্গে থাকবেন কি না, সেটাও এখনো নিশ্চিত নয়।

বর্তমানে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির কোচ লক্ষ্মণ জাতীয় দলের কোচ হতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছে বোর্ডের একটি সূত্র।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে তারা বলেছে, 'লক্ষ্মণ প্রধান কোচ হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বকাপ চলাকালে আহমেদাবাদে বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন লক্ষ্মণ। প্রধান কোচ হিসেবে লম্বা সময়ের জন্য চুক্তি করতে পারেন তিনি।'

বার্সা ছাড়ার সময় মেসিকে কিনতে চেয়েছিলেন মালদিনি

মিলান ঃ লিওনেল মেসি খেলছেন ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানের হয়ে এমনটা হলে কেমন হতো? এমন চিন্তাভাবনা এখন বাড়াবাড়ি মনে হলেও এটা হতেই পারত। ইতালির সাবেক ফুটবলার ও এসি মিলানের সাবেক টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পাওলো মালদিনি সেই কথাই জানালেন। মেসি বার্সা ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁকে দলে ভেড়াতে ১০ দিন চেষ্টা করেছিল এসি মিলান। তবে সেই ঘোর ভাঙতেও খুব একটা সময় লাগেনি তাদের। একটি পডকাস্টে এমনটাই বলেছেন মালদিনি।

২০২১ সালে আর্থিক সংকটের কারণে নিজেদের ইতিহাসের অন্যতম বড় তারকাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল বার্সেলোনাকে। আর্জেন্টাইন অধিনায়কের সামনে তখন খুব একটা বিকল্পও ছিল না। অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই মেসি তখন নাম লেখান পিএসজিতে। সেই অস্থির সময়ে মেসিকে দলে চেয়েছিলেন মালদিনিও। তবে খুব শিগগির তাঁরা বুঝতে পারেন, মেসিকে কেনা মিলানের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি পডকাস্টে সম্প্রতি মালদিনি বলেছেন, 'আমরা মেসিকে কিনতে চেয়েছিলাম। আমি তাকে চেয়েছিলাম। আমরা তাকে চাওয়ার ১০ দিন পরই বুঝতে পারি, এটা অসম্ভব ছিল। আর এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যখন পড়েছিলাম, মেসি ইন্টারেও যেতে পারে, তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সে অসাধারণ খেলোয়াড়, তবে আমাদের জন্য তাকে কেনা অসম্ভব ছিল।' মেসিকে ছাড়াই অবশ্য সেই মৌসুমে সিরি 'আ' জিতেছিল এসি মিলান। মালদিনি অবশ্য এখন মিলানের সঙ্গে নেই। চলতি বছরের জুনে টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করে ক্লাবটি। মেসিও অবশ্য পিএসজিতে নেই। দুই মৌসুম পিএসজিতে কাটিয়ে মেসি নাম লিখিয়েছেন ইন্টার মায়ামিতে। মেসির পিএসজি অধ্যায়টাও খুব একটা ভালো কাটেনি। জিততে পারেননি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সে কারণেই অনেক সমর্থকের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। মেসি যখন পিএসজিতে যোগ দেন, প্যারিসজুড়ে তখন ছিল সাজসাজ রব। সবার মুখে হাসি আর হর্ষধ্বনি। কিন্তু দুই বছর না পেরোতেই পুরো উল্টো চিত্র দেখা গেছে। হর্ষধ্বনি নয়, মেসিকে দুয়োধ্বনি দিয়েছে সমর্থকদের কট্টর অংশ। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর মেসিও বলেছিলেন, পিএসজিতে নাম লিখিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

নীল সমুদ্রকে স্তব্ধ বানিয়ে হলুদ উৎসব

উৎপল শুভ্র

মুম্বাই ঃ কী ব্যাপার, ফাইনালে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে না ১ লাখ ৩০ হাজার দর্শক! সংখ্যাটা ১ লাখ ৩০ না ৩২ একটা ধোঁয়াশা ছিল। তা ৩০ আর ৩২-এ এমনকি আসে যায়! তবে হঠাৎই তা ৯২ হাজারে নেমে গেলে শুধু আসে যায়ই না, বড় প্রশ্নও ওঠে। যে ফাইনালের টিকিট নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি, কালোবাজারে ১৫-২০ গুণ দামে বিক্রি এবং একসময় কালোবাজারেও আর তা পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর, সেই ফাইনালে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দর্শক ছিলেন নাকি ৯২ হাজার ৪৫৩! আইসিসির মিডিয়া কর্মকর্তার এই ঘোষণা বেশি বিস্ময়ের, নাকি ফাইনালে ভারতের অমন অসহায় আত্মসমর্পণ এটা একটা প্রশ্ন বটে। এই বিশ্বকাপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো বল্গাহীন ছুটতে থাকা ভারতের জয়রথ এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার হতাশায় স্তব্ধ স্টেডিয়ামে ১ লাখ ৩০ হাজার দর্শক থাকলেন না ৯২ হাজার, তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। সংখ্যার কমবেশিতে নীরবতায় কোনো পার্থক্য হয় না।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাটে জয়সূচক ২ রান আসার পরপরই মাঠে হলুদ উৎসব। আকাশে আতশবাজির রোশনাই। কিছুক্ষণ পর সাউন্ড বক্সে বাজতে শুরু করেছে গান। কিন্তু এসবকেও ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে নীল সমুদ্রে পরিণত গ্যালারির নীরব আর্তনাদ। বেদনার রং তো নীলই, তাই না!

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের দল। আরও বেশি নকআউট ম্যাচের। ২০১৫ সালে দেশের মাটিতে পঞ্চম বিশ্বকাপ জয়ের সময়ই পাঁচটি ভিন্ন মহাদেশে বিশ্বকাপ জেতা হয়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জিতে নতুন চক্রের শুরুটা যে ভারতে, এর বাড়তি তাৎপর্য আছে। ৩৬ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ আধিপত্যের শুরু তো এখানেই।

একতরফা এই ফাইনাল বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্যের কথা তো অবশ্যই বলছে। তার চেয়েও কি বেশি আইসিসি টুর্নামেন্টে আসল সময়ে ভারতের ভেঙে পড়ার? ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের পর গত ১০ বছর ধরে তো ঘুরেফিরে সেই একই গল্প। নকআউট ম্যাচে ভারতের নকআউট হয়ে যাওয়া!

এই ১০ বছরে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল হেরেছে ভারত। দুটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালও। তবে সেসবকেও হয়তো ছাড়িয়ে গেল এবারের ব্যর্থতা। অপরাজিত থেকে ফাইনালে, সেই অপরাজেয় যাত্রাও কী দাপুটে! অথচ ফাইনালে কোনো লড়াইই নেই। ২৪০ রান করার পর এমনই হওয়ার কথা। ভারতের অবিশ্বাস্য বোলিং পারফরম্যান্স অথবা অস্ট্রেলিয়ার খুবই বাজে ব্যাটিং ছাড়া এই ফাইনালের ভাগ্য তো বিরতির সময়ই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

টসে জিতে প্যাট কামিন্সের প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্তই কি সেটি ঠিক করে দিয়েছে? তখন তা অবশ্যই বোঝা যায়নি। বরং কামিন্স ভারতের হাতে বিশ্বকাপটাই তুলে দিলেন কি না, এই আলোচনা হচ্ছে। আহমেদাবাদের উইকেট ধীর থেকে আরও ধীরগতির হবে বলেই তো ধারণা ছিল সবার। সেখানে ভারতের হাতে ব্যাট তুলে দেওয়া মানেই তিন শ সাড়ে তিন শ। অস্ট্রেলিয়া সেটি তাড়া করতে পারবে নাকি! বিশ্বকাপ ইতিহাসেই নকআউট ম্যাচে তিন শর বেশি তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নেই। আর এটা তো ফাইনাল। বিপক্ষে শুধু ভারতের ১১ জনই নয়, পুরো গ্যালারিও।

না, ১৯৯৬ বিশ্বকাপের পর আর কোনো ফাইনালে টসে জিতে অধিনায়কের সিদ্ধান্ত এমন বিস্ময় জাগায়নি। লাহোরে টসে জিতে অর্জুনা রানাতুঙ্গা প্রথমে ফিল্ডিং নেওয়ার পর প্রেসবক্স তা বিশ্বাসই করতে চায়নি। নিশ্চয়ই ভুল বলা হয়েছে, সংশোধনী এল বলে। রানাতুঙ্গার সিদ্ধান্তকে অবিশ্বাস্য মনে হওয়ার কারণ ছিল, এর আগের পাঁচটি বিশ্বকাপ ফাইনালের কোনোটিতেই রান তাড়া করে জেতেনি কোনো দল।

পরে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের সময় বোঝা যায় কারণটা। শিশিরে ভেজা বল গ্রিপই করতে পারছিলেন না শেন ওয়ার্ন। স্পিনার বলে তাঁর বেশি, তবে সমস্যা হচ্ছিল অন্য বোলারদেরও।

ক্রিকেটে শিশিরের প্রভাব তখনো এত আলোচিত নয়। কিন্তু রানাতুঙ্গা হলেন রানাতুঙ্গা। ফাইনালের আগের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনুশীলন করেছে দুই দল। রাতে কোচ ডেভ হোয়াটমোরকে নিয়ে রাতে আবার গাদ্দাফিতে যান। গিয়ে দেখেন, শিশিরে ভিজে গেছে পুরো মাঠ। তখনই দুজন ইতিহাসের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেন। কামিন্সের সিদ্ধান্তেও হয়তো শিশিরের ভূমিকা ছিল। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনেই বলেছেন, আহমেদাবাদে পরের ইনিংসে শিশিরের কারণে শেষ ২০ ওভারে বল ব্যাটে খুব ভালো আসে। তবে তারপরও ওই সিদ্ধান্তটা নিতে সাহস লাগে। যে সাহসটাকে দুঃসাহস বলেই মনে হচ্ছিল অন্তত ম্যাচের সাড়ে ৯ ওভার পর্যন্ত। রোহিত শর্মা যথারীতি ঝড় তুলেছেন। সঙ্গে বিরাট কোহলিও সংগত করতে শুরু করায় শুরুতেই শুবমান গিলকে হারানোটা কোনো ব্যাপারই মনে হচ্ছে না। স্কোরবোর্ডে উঠে গেছে ৭৬ রান।

ট্রাভিস হেড পরে সেঞ্চুরি করে ভারতের আশাভঙ্গের ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন। তবে ফাইনালের গতিপথটা তো ঠিক করে দিয়েছেন আগেই। পয়েন্ট থেকে প্রায় ১১ মিটার পেছনে দৌড়ে গিয়ে নেওয়া দুর্দান্ত ওই ক্যাচে, যা ফিরিয়ে এনেছে ১৯৮৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে কপিল দেবের ওই ক্যাচের স্মৃতি। ভারতের ১৮৩ রানের সামান্য সংগ্রহকে আরও সামান্য মনে করাতে থাকা ভিভ রিচার্ডসকে বিদায় করেছিল কপিলের ওই ক্যাচ, যা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্যাচ হয়ে আছে এখনো। কপিলের ওই ক্যাচের মাহাত্ম্য সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গিয়েছিল। ট্রাভিস হেডের ক্যাচের ঘটনা তা নয়। ওই ক্যাচে রোহিত শর্মার মহামূল্য উইকেট ঠিক আছে, তবে এই বিশ্বকাপে ভারতীয় অধিনায়কের ইনিংস তো এমনই হয়ে আসছে। শুরুতেই ঝড় তুলে পাওয়ার প্লেতে উড়ন্ত সূচনা এনে দেবেন দলকে, এরপর বাকি ব্যাটসম্যানরা নিশ্চিন্তে নিজেদের খেলাটা খেলে ভারতকে নিয়ে যাবেন রানের পাহাড়ে। ১৫১ স্ট্রাইক রেটে ৩১ বলে ৪৭ রানের ইনিংসে তাঁর কাজটা তো রোহিত শর্মা করেই গেছেন।

বিরাট কোহলি উইকেটে আছেন, নামছেন শ্রেয়াস আইয়ার। এরপর লোকেশ রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা...কিন্তু এদিন যে অস্ট্রেলিয়া আরও বেশি বিশ্বকাপের দল হয়ে উঠবে, যা সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়ে উঠবে মিচেল স্টার্কের মধ্যে। লিগ পর্বে ৮ ম্যাচে মাত্র ১০ উইকেট নেওয়া বাঁহাতি পেসার সেমিফাইনালের পর ফাইনালেও নেবেন ৩ উইকেট। হ্যাজলউডের সঙ্গে মিলে ইচ্ছেমতো বল রিভার্স সুইং করাবেন এবং ভারতের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইনআপ ধসে পড়বে। তারপরও ফাইনাল বলে কথা। ২৪০ রানও যেখানে অনেক সময় অনেক বড় হয়ে যায়। ৪৭ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য হলেও তেমন তো মনে হচ্ছিলই। চতুর্থ উইকেটে লাবুশেনের সঙ্গে ১৯২ রানের জুটিতে যে শঙ্কা রীতিমতো উড়িয়ে দিলেন ট্রাভিস হেড। জয়সূচক বাউন্ডারিটি মারতে গিয়ে যখন আউট হয়ে গেলেন, জয়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দূরত্ব মাত্র ২ রানের। মনে হয় না, এ নিয়ে ট্রাভিস হেডের কোনো দুঃখ আছে!

ইয়াহিয়া সিনওয়ার, কে এই হামাস নেতা?

কাতার (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিখোঁজ হয়েছেন। ইসরায়েলের হাজার হাজার সৈন্য তার হদিস বের করতে ড্রোন, বৈদ্যুতিক আড়ি পাতার যন্ত্র এবং গোপন তথ্যদাতাদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতো কিছুর পরও তার কোন খোঁজ না পাওয়া খুব অবাক হওয়ার মতোই। সিনওয়ার, যাকে দেখলেই তুষারশুভ্র চুল এবং কুচকুচেকালো ভ্রু চোখে পড়বে তিনি গাজায় হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতা এবং ইসরায়েলের অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি। গত ৭ই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে অভিযানের পেছনে অন্যদের সাথে তাকেও দায়ী করা হয়। যে ঘটনায় য় ১২০০ জন নিহত হয়েছিলেন এবং ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে অপহরণ করা হয়েছিল।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার হামাসের কমান্ডার ছিলেন এবং তার সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে অক্টোবরের শুরুতে এমনই ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি।

আইডিএফ'এর চিফ অফ স্টাফ হারজি হালেভি বলেছেন, এই জঘন্য হামলার সিদ্ধান্ত ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিয়েছিলেন। অতএব তিনি এবং তার অধীনে যারা আছে তাদের বিপদ আসন্ন।

এর মধ্যে রয়েছেন হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জেদিন আলকাসাম ব্রিগেডের নেতা মোহাম্মদ দেইফ। যিনি এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে আছেন।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের (ইসিএফআর) সিনিয়র পলিসি ফেলো হিউ লোভাট ধারণা করছেন যে ৭ই অক্টোবরের হামলার পরিকল্পনার পেছনে মূল ব্যক্তি ছিলেন দেইফ। কারণ এটি একটি সামরিক অভিযান ছিল।

কিন্তু সিনওয়ার সম্ভবত সেই গ্রুপের অংশ ছিলেন যারা এই হামলার পরিকল্পনা করেছে এবং তা বাস্তবায়নে প্রভাব রেখেছে।

ইসরায়েলের ধারণা সিনওয়ার, যিনি হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াহর পরে কার্যকরভাবে সেকেন্ড ইন কমান্ডের দায়িত্বে আছেন, তিনি মাটির নীচে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন।

গাজার মাটির নীচে সুড়ঙ্গের কোথাও তিনি তার দেহরক্ষীদের সাথে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

ফোনের সিগনাল ধরে তার অবস্থান শনাক্ত হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে তিনি কারও সাথে যোগাযোগ করছেন না।

বেড়ে ওঠা এবং কারাবাস

৬১ বছর বয়সী সিনওয়ার মূলত আবু ইব্রাহিম নামে পরিচিত। তিনি গাজা উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে খান ইউনিস শরণার্থী শিবিরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবামা এসেছিলেন আশকেলন থেকে। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর ফিলিস্তিনিদের তাদের পৈতৃক ভিটা থেকে বিতাড়িত করা হয়। ওই ঘটনাকে ফিলিস্তিনিরা আলনাকবা (বিপর্যয়) বলে অভিহিত করে। ব্যাপক হারে বাস্তুচ্যুত হওয়া এই মানুষগুলো পরে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। তিনি খান ইউনিস সেকেন্ডারি স্কুল ফর বয়েজে পড়াশোনা করেন। তারপর গাজার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সময়ে, খান ইউনিস ছিল মুসলিম ব্রাদারহুডকে সমর্থনের ঘাঁটি, বলেছেন ওয়াশিংটন ইন্সটিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসির ফেলো এহুদ ইয়ারি, যিনি চারবার কারাগারে সিনওয়ারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। ইয়ারি বলেছেন, শরণার্থী শিবিরে দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা যেসব তরুণ মসজিদে যেতেন, তাদের ওপর ইসলামপন্থী দলটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যা পরবর্তীতে হামাস প্রতিষ্ঠায় বড় ধরনের প্রভাব রাখে।

সিনওয়ারকে ১৯৮২ সালে প্রথমবারের মতো ইসলামী কার্যকলাপের জন্য গ্রেফতার করেছিল ইসরায়েল। তখন তার বয়স ছিল ১৯ বছর।

তারপর ১৯৮৫ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। এই সময়েই তিনি হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের আস্থা অর্জন করেছিলেন।

তেল আবিবের ইন্সটিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের সিনিয়র গবেষক কোবি মাইকেল বলেছেন,আহমেদ ইয়াসিন এবং ইয়াহিয়া সিনওয়ার দুজন খুব, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন।

''সংগঠনের আধ্যাত্মিক নেতার সাথে এই সম্পর্কের কারণে সিনওয়ার পরবর্তীতে ওই আন্দোলনের মধ্যে গভীর প্রভাব তৈরি করেন, বলেন মাইকেল।

১৯৮৭ সালে হামাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই বছর পর, তিনি গোষ্ঠীটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা আলমাজদ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৫।

আলমাজদ তথাকথিত নৈতিকতাবিরোধী অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে।

মাইকেল বলেন যে, সিনওয়ার মূলত যৌন ভিডিও সংগ্রহ করা দোকানগুলোকে লক্ষ্য করে অভিযান চালাতেন সেইসাথে ইসরায়েলকে সহযোগিতা করার জন্য সন্দেহভাজন যে কাউকে ধরে হত্যা করার অভিযোগও ছিল তার বিরুদ্ধে।

ইয়ারি বলেছেন, ''ইসরায়েলের সাথে আঁতাত করার জন্য সন্দেহভাজন অসংখ্য ব্যক্তিকে সিনওয়ার 'নিষ্ঠুরভাবে হত্যা' করেছিলেন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি নিজ হাতে হত্যা করেছেন। এসব নিয়ে আমি বা অন্যদের সাথে কথা বলার সময় তিনি এ নিয়ে বেশ গর্ব করতেন।''

ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, তিনি পরে একজন সন্দেহভাজন তথ্যদাতাকে শাস্তি দেওয়ার কথা স্বীকার করেন। শাস্তি হিসেবে তিনি ওই ব্যক্তিকে জীবিত কবর দেন। এই কবর দেয়ানো হয় ওই ব্যক্তির আপন ভাইকে দিয়ে এবং মাটি সরাতে, কোদালের পরিবর্তে তাকে একটি চামচ ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিল।

তিনি এমন একজন মানুষ যিনি তার চারপাশে অনুগামী, অনুরাগীদের জড়ো করতে পারেন - এমন অনেকে আছেন যারা তাকে শুধু ভয় পান এবং তার সাথে কোন ঝগড়া করতে চান না, ইয়ারি বলেন।

১৯৮৮ সালে, সিনওয়ার দুই ইসরায়েলি সেনাকে অপহরণ ও হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে।

একই বছর তাকে গ্রেফতার করা হয়, ১২ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যার জন্য ইসরায়েল তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং চার দফায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

কারাগারের সময়গুলো

সিনওয়ার তার যৌবনের একটি বড় অংশ - ২২ বছরেরও বেশি সময় - অর্থাৎ ১৯৮৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলি কারাগারে কাটিয়েছেন।

কারাগারে থাকার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আবার কিছু সময় সম্পূর্ণ নির্জন কারাবাস ছিল, যা তাকে আরও উগ্রপন্থী করে তোলে বলে মনে করা হয়।

তিনি চাপ প্রয়োগ করে নিষ্ঠুরভাবে তার কর্তৃত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন, ইয়ারি বলেছেন।

তিনি বন্দীদের মধ্যে একজন নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। কারা কর্তৃপক্ষের সাথে তিনি বন্দিদের পক্ষে আলোচনা করতেন এবং বন্দীদের শৃঙ্খলভাবে চলার ওপর চাপ দিতেন।

কারাগারে থাকাকালীন সিনওয়ারের চরিত্রকে মূল্যায়ন করেছিল ইসরায়েল সরকার।

তারা তার চরিত্রকে নিষ্ঠুর, কর্তৃত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী এবং অস্বাভাবিক সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন, ধূর্ত এবং কৌশলী, অল্পতেই সন্তুষ্ট... কারাগারের ভিতরে অন্যান্য বন্দীদের মধ্যেও কথা গোপন রাখতে পারা... নিজের চারপাশে মানুষকে ভিড় করানোর ক্ষমতা এমন নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সিনওয়ারের সাথে বার বার দেখা হওয়ার ভিত্তিতে তার সম্পর্কে ইয়ারির মূল্যায়ন হল, সে সময় সিনওয়ার একজন সাইকোপ্যাথ ছিলেন।

তবে সিনওয়ারের বিষয়ে বলতে গিয়ে সিনওয়ার একজন সাইকোপ্যাথ,' শুধু এই মন্তব্য করাটা ভুল হবে কারণ তাহলে এই অদ্ভুত, জটিল ব্যক্তির অনেককিছু এড়িয়ে যাওয়া হবে।

ইয়ারির মতে, তিনি হলেন অত্যন্ত ধূর্ত, বুদ্ধিমান - একজন ব্যক্তি যিনি তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সুইচ নিজের ইচ্ছেমত চালু এবং বন্ধ করতে পারতেন।

এ কথায় তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে কাউকে আকর্ষণ করার দুর্বার ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

সিনওয়ার তাকে বলতেন ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে হবে এবং জোর দিয়ে বলতেন যে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য কোনও জায়গা নেই।

এই কথাটি তিনি রসিকতা করে বলতেন, 'হয়তো আমরা তোমার ভেতর থেকে ব্যতিক্রম কিছু বের করব'। বন্দী থাকাকালীন সিনওয়ার হিব্রুতে সাবলীল হয়ে উঠেছিলেন, ইসরায়েলি সংবাদপত্র পড়তেন। ইয়ারি বলেন, সিনওয়ার সবসময় তার সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করতেন, যদিও ইয়ারি আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

তিনি তার হিব্রুকে উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন, ইয়ারি বলেন। আমি মনে করি তিনি এমন একজনের কাছ থেকে উপকৃত হতে চেয়েছিলেন যিনি কারাগারের ওয়ার্ডেনদের চেয়ে ভালো হিব্রু বলতেন।

সিনওয়ারকে ২০১১ সালে একটি চুক্তির অংশ হিসাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। একজন ইসরায়েলি জিম্মি, আইডিএফ সেনা গিলাদ শালিতের বিনিময়ে এক হাজার ২৭ ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলি আরব বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

শালিতকে অপহরণের পর পাঁচ বছর ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল - তার বিনিময়ে মুক্তি দেয়া অন্য বন্দিদের মধ্যে সিনওয়ার এবং তার ভাইও ছিলেন।

সিনওয়ারের ভাই ছিলেন হামাসের একজন সিনিয়র সামরিক কমান্ডার। এরপর থেকে সিনওয়ার আরও ইসরায়েলি সেনাদের অপহরণের আহ্বান জানায়।

ততোদিনে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় তাদের দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়েছে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ইয়াসির আরাফাতের ফাতাহ পার্টিকে উৎখাত করে গাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে হামাস।

ফাতাহ পার্টির অনেক সদস্যকে উঁচু ভবনের ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে।

কঠোর শৃঙ্খলা

যখন সিনওয়ার গাজায় ফিরে আসেন, তখন তাকে অবিলম্বে নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, মাইকেল বলেন।

এর মূল কারণ ছিল হামাসের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তিনি বেশ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন।

যিনি ইসরায়েলের কারাগারে তার জীবনের এতটা বছর উৎসর্গ করেছেন।

এছাড়াও, মানুষ তাকে কেবল ভয় পেতো - তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি নিজ হাতে মানুষকে হত্যা করেছেন, মাইকেল বলেন। তিনি একই সময়ে খুব নৃশংস, আক্রমণাত্মক এবং ক্যারিশম্যাটিক ছিলেন।

তিনি ভালো বক্তা ছিলেন না ইয়ারি বলেছেন। যখন তিনি জনসাধারণের সাথে কথা বলতেন, তখন মনে হতো মাফিয়া গ্রুপের কেউ কথা বলছে।

ইয়ারি আরও বলেন, জেল থেকে বের হওয়ার পরপরই, সিনওয়ার ইজেদিন আলকাসাম ব্রিগেড এবং চিফ অফ স্টাফ মারওয়ান ইসার সাথে একটি জোট গঠন করেন।

২০১৩ সালে, তিনি গাজা উপত্যকায় হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৭ সালে তিনি হামাসের প্রধানের ভূমিকায় আসেন।

সিনওয়ারের ছোট ভাই মোহাম্মদও হামাসে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

২০১৪ সালে হামাস তাকে মৃত ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকটি ইসরায়েলি হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন বলে দাবি করা হয়।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি এখনও জীবিত থাকতে পারেন।

গাজার নীচে সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকা হামাসের সামরিক শাখায় তিনি সক্রিয় থাকতে পারেন। এমনকি ৭ই অক্টোবরের হামলায় তার সম্পৃক্ততা থাকতে পারে।

নির্মমতা এবং সহিংসতার জন্য সিনওয়ারকে খান ইউনিসের কসাই নামে ডাকা হতো।

ইয়ারি বলেন, তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কঠোর শৃঙ্খলা আরোপ করতেন, হামাসের সবাই তা জানে এমন মানে যদি আপনি সিনওয়ারের অবাধ্য হন, আপনি আপনার জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছেন।

তিনি আত্মসাৎ এবং সমকামিতার অভিযোগে অভিযুক্ত মাহমুদ ইশতিভি নামে এক হামাস কমান্ডারকে ২০১৫ সালের আটক, নির্যাতন এবং হত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০১৮ সালে, আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে এক ব্রিফিংয়ে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস, তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তরের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা যে বিক্ষোভ করেছে বিশেষ করে ইসরায়েল থেকে গাজা উপত্যকাকে আলাদা করা সীমান্ত বেষ্টনী ভেঙ্গে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছে তার প্রতি তিনি তার সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন।

ওই বছরের শেষের দিকে তিনি পশ্চিম তীরে প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) অনুগত ফিলিস্তিনিদের একটি হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গেছেন বলে দাবি করেন।

তবুও তিনি ইসরায়েলের সাথে সাময়িক যুদ্ধবিরতি, বন্দী বিনিময় এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব মিটমাট করার প্রতি আগ্রহ দেখানোর মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য নমনীয় ভূমিকায় ছিলেন।

টুকরো খবর

উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস কানেকশান দেওয়ার নামে নগদ টাকা নেওয়া ও প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করলো পুলিশ

বাঁকুড়াঃ উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস কানেকশান দেওয়ার নামে নগদ টাকা নেওয়া ও প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করলো পুলিশ। রবিবার বাঁকুড়া২ ব্লকের সানবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামদাসপুর গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন এক ব্যক্তি একটি রান্নার গ্যাস সরবরাহকারী ডিলারের নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পে কানেকশান দেওয়ার নাম করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নগদ ৫০ টাকা করে নিচ্ছিলেন। বিষয়টি গ্রামের কয়েক জনের সন্দেহ হওয়ায় ওই ব্যক্তির কাছে পরিচয়পত্র দেখতে চান। কিন্তু তিনি তা দেখাতে পারেননি। একই সঙ্গে তার কথায় অসঙ্গতি দেখায় সন্দেহ আরো জোরালো হয়। অভিযুক্তকে গ্রামে আটকে রেখে খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন সানবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নমিতা গরাই। তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোন খবর ছিলনা। উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পে কানেকশান নিতে উপভোক্তাকে কোন টাকা দিতে হয়না। এই ঘটনার সঙ্গে কোন প্রতারণাচক্র যুক্ত থাকতে পারে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বলে জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

দাদুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বাড়িতে ঢুকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের

বাঁকুড়াঃ প্রয়াত দাদুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বাড়িতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। মৃতের নাম পল্লব কর (২৩)। তালডাংরা থানা এলাকার খালগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কররামপুর গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, কররামপুর গ্রামের বীরেন্দ্রনাথ কর দীর্ঘ বার্ধক্যজনিত রোগ ভোগের পর রবিবার মারা যান। ওই দিনই সন্ধ্যায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরে ধর্মীয় রীতি মেনে সংগৃহীত অস্থি তুলসী থানে মাটির নিচে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করতে গিয়ে শাবল দিয়ে মাটি খোঁড়ার সময় মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক লাইনে ওই যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। যথেষ্ট পরোপকারী এই যুবকের মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশী প্রহ্লাদ কর বলেন, গ্রামের যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিত পল্লব। এলাকায় যথেষ্ট ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত পল্লবের এই মর্মান্তিক মৃত্যু যথেষ্ট বেদনাদায়ক বলে তিনি জানান। মৃত পল্লবের বাবা জয়ন্ত কর বলেন, অস্থি সংরক্ষণের সময় তুলসী থানে শাবল দিয়ে মাটি খোঁড়ার সময় বৈদ্যুতিক তারে শর্ট শার্কিটেই ছেলের মৃত্যু হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

অনবরত ই সি এল এর সোনপুর বাজারির খোলা মুখ খনির বিস্ফোরণের কারণেপাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রাম এলাকার বাড়িগুলিতে দেখা দিচ্ছে ফাটল

পাণ্ডবেশ্বর ঃ পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রাম এলাকার বাড়িগুলিতে দেখা দিচ্ছে ফাটল। অনবরত ই সি এল এর সোনপুর বাজারির খোলা মুখ খনির বিস্ফোরণের কারণেই এই ফাটল হচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অনবরত অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়লা উত্তোলনের জন্য বিস্ফোরণ করা হচ্ছে। যা তীব্রতা অতিমাত্রায় বেশি সে কারণেই ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে গ্রামের বাড়িঘর। গ্রামের অদূরে রয়েছে ই সি এল এর সোনপুর বাজারি খোলা মুখ খনি। শীঘ্রই পুনর্বাসন এবং জমির সরলীকরণ নীতি অবলম্বন করতে হবে ই সি এল কর্তৃপক্ষকে। অন্যথা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন গ্রামবাসীরা। এই মর্মে রবিবার বিকালে একটা সভা হয়ে গেল গ্রামবাসীদের নিয়ে নবগ্রাম এলাকাতেই। গ্রামের বাসিন্দা প্রফুল্ল চ্যাটার্জি, মৃত্যুঞ্জয় বক্সী ও রাবিয়া বেগম রা জানান, এলাকার প্রায় ৭০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে ইসিএল কিন্তু গ্রামের উন্নয়নের দিকে নজর নেই কর্তৃপক্ষের। রাস্তায় নেই পথ বাতির সুবিধা,রাস্তা ভগ্নদশা এছাড়াও গ্রামের বেকার সমস্যা সমাধানের অগ্রণী ভূমিকা নিতে নিতে হবে।

নিষিদ্ধ পটকা সহ শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি ঃ ফের একবার নিষিদ্ধ আতশবাজি উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সোমবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মাটিগাড়ার তুম্বাজ্যত এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ আতশবাজি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় অভিষেক সিং নামে ২২ বছর বয়সের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এদিন তাকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো ঘটনার তদন্ত করছে মাটিকাড়া থানার পুলিশ।

এবছর রাস চক্র তৈরির দায়িত্বভার গ্রহণ করলো আলতাব মিয়ার ছেলে আমিনুর হোসেন

কোচবিহার ঃ আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে মদন মোহনের রাস উৎসব। রাজ আমলের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে রাস চক্র তৈরীর দায়িত্বভার গ্রহণ করল পান মোহাম্মদ মিয়ার চতুর্থ প্রজন্ম। পান মোহাম্মদ মিয়া, আজিস মিয়া,আলতাব মিয়ার পর এবার রাস চক্র তৈরির দায়িত্বভার গ্রহণ করল আলতাব মিয়ার ছেলে আমিনুর হোসেন। ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরের রাস উৎসব। ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবে ফুটে উঠে কোচবিহারের মহারাজার ধর্মনিরপেক্ষতা। রাজ আমল থেকে বংশপরম্পরায় কোচবিহার রাস উৎসবের রাস চক্র তৈরি করে আসছেন একটি মুসলিম পরিবার।কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন এর আমল থেকে রাস চক্র তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হয় কোচবিহারের হরিনচওড়া এলাকার বাসিন্দা পান মোহাম্মদ মিয়া কে। রাজ আমল থেকে বংশপরম্পরায় আজও রাস চক্র তৈরি করে আসছে পান মোহাম্মদ মিয়ার পরিবার। পান মোহাম্মদ মিয়ার অবর্তমানে রাস চক্র তৈরী করেছেন পান মোহাম্মদ মিয়ার ছেলে আজিস মিয়া। আজিস মিয়ার পর তার ছেলে আলতাফ মিয়া রাস চক্র তৈরির কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তিনিও অসুস্থ হয়ে পরায় এবার সেই রাসচক্র তৈরির ভার গ্রহন করেছেন আলতাফ মিয়ার ছেলে আমিনুর হোসেন। রাজ আমলের ঐতিহ্য এবং কোচবিহার বাশির আবেগ কে ধরে রাখতে রাস চক্র তৈরির দায়িত্বভার গ্রহণ করল চতুর্থ প্রজন্ম।প্রতিবছর লক্ষ্মীপূর্ণিমার থেকে এই রাসচক্র তৈরীর কাজ শুরু হতো। বংশ পরম্পরায় বাবার কাছে নিয়ম শিখে নিয়ে রাস চক্র তৈরি হয়েছে এই পরিবারটি। তাই বাবার নিয়ম মেনেই আমিনুর হোসেন ও লক্ষ্মী পূর্ণিমা থেকে শুরু করে দিয়েছে রাস চক্র তৈরির কাজ। হিন্দু ধর্মের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একটি মুসলিম কারিগর দিয়ে রাসচক্র তৈরি কোচবিহারের মহারাজার ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণ করে। শুধু তাই নয় রাস চক্রের পাশাপাশি কোচবিহার মদনমোহন এর রাস উৎসবে অন্যান্য ধর্মের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। একদিকে যেমন মুসলিমদের তাজিয়ার নকশী লক্ষ করা যায় এই রাস চক্রে একই সঙ্গে বৌদ্ধ মন্দিরে থাকা ধর্মীয় চক্রের সঙ্গে মিল রয়েছে এই রাসচক্রের মধ্যে। ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ আমল থেকে আলতাফ মিয়ার পরিবার রাস চক্র তৈরির দায়িত্বে রয়েছে। হিন্দু ধর্মকে সম্মান জানিয়ে নিজে থেকেই রাশিচক্র তৈরীর সময় কালে নিরামিষ ভোজন করে সেই পরিবার। তিনি এই কাজ বংশপরম্পরায় চালিয়ে যেতে চান। তাই নিজের ছেলেকেও কিছুটা প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছেন। বাবার অসুস্থতার কারণে অবশেষে বাবার শেখানো সেই কাজ শুরু করেছে ছেলে। আলতাফ মিয়া বলেন, আমার ঠাকুরদার আমল থেকে আমরা এই কাজ করে আসছি। একজন মুসলিম হয়েও কুচবিহারের মহারাজা আমার ঠাকুরদা কে হিন্দু ধর্মের এই রাস চক্র তৈরীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বংশপরম্পরায় এই কাজ চালিয়ে যেতে চাই। আমার ঠাকুরদার পর আমি এই কাজ করেছি। বর্তমানে এবার প্রথম আমার ছেলে এই কাজ করছে। আলতাফ মিয়ার ছেলে আমিনুর হোসেন বলেন, রাজ আমল থেকে বংশপরম্পরায় এই রাস চক্র তৈরি করার কাজ আমাদের পরিবার করে আসছে। বর্তমানে বাবা অসুস্থ রয়েছে। তাই এ বছর আমি এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছি। এর সঙ্গে কোচবিহারের ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। রাস চক্রের মধ্যে মানুষের আবেগ রয়েছে। খুবই ভালো লাগছে আমি এই কাজটি করতে পারছি। আগামী দিনেও এই কাজ চালিয়ে যেতে চাই আমি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
23:11:2023

বিএনপির সাবেক নেতাদের দলগুলোকে কি বিকল্প হিসেবে ভাবছে আওয়ামী লীগ?

ঢাকা : বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছোটখাটো দলের তৎপরতা নিয়ে রাজনীতিতে নানা আলোচনা চলছে। অনেকক্ষেত্রেই এই দলগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সরকারের 'আশীর্বাদপুষ্ট' হিসেবেও দেখছেন কেউ কেউ। অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ছাড়াই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দিনকে দিন জোরালো হচ্ছে। এর বড় কারণ হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত কোন সমঝোতা চেষ্টা দৃশ্যমান হয়নি। পর্যবেক্ষকদের অনেকে ধারণা করছেন, ছোট ছোট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নানা সুবিধা দিয়ে নির্বাচনে এনে ক্ষমতাসীনরা দেখাতে চায় যে নির্বাচনে অনেক দল অংশ নিয়েছে এবং সেটি 'অংশগ্রহণমূলক' হয়েছে। যেসব ছোট ছোট দলের তৎপরতা সম্প্রতি দৃশ্যমান হয়েছে তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং অপরটি হচ্ছে তৃণমূল বিএনপি। যেসব ছোট দল নির্বাচনে আসার কথা এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে দুটো বিষয় লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন দলের নেতার পরিচিতি আছে। অনেকের ভাষায় সেগুলো 'এক ব্যক্তির এক দল'। আবার কোন দলের নেতা কিংবা দল সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই অপরিচিত।

১৯৭১ এর ২২ শে নভেম্বরের যে ঘটনা নিয়ে তৈরি হয় বলিউড সিনেমা

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ দমদম বিমানবন্দর, ২২শে নভেম্বর, ১৯৭১। ঘড়িতে তখন দুপুর ২টা ৩৭ মিনিট। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হল 'স্ক্র্যাম্বেল, স্ক্র্যাম্বেল'। বিমানবাহিনীর পাইলট মাত্রই জানেন এই ঘোষণার অর্থ, তক্ষুনি দৌড়তে হবে নিজের বিমানের দিকে, উড়তে হবে আকাশে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নিজেদের ন্যাট যুদ্ধবিমান নিয়ে আকাশে উড়েছিলেন ফ্লাইয়িং অফিসার ডোনাল্ড লাজারুস আর ফ্লাইয়িং অফিসার সুনীথ সুয়ারেস। আরও দুটি ন্যাট বিমান নিয়ে একই সঙ্গে আকাশে উড়েছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রয় মেসি আর এম এ গণপতি।

মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডা বিমান ঘাঁটি থেকে তাদের ২২ স্কোয়াড্রনকে আগেই নিয়ে আসা হয়েছিল দমদমে।

ভারত -পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে বেনাপোলের কাছে কপোতাক্ষ নদীর ধারে বয়রার আকাশে পৌঁছতে নয় মিনিট লেগেছিল চারটি বিমানের।

ভারতের আকাশ সীমায় সে সময়ে ঢুকে পড়েছিল পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর তিনটি স্যাবার যুদ্ধ বিমানের। তিনটি পাকিস্তানি বিমানকেই ধ্বংস করে ভারতীয় বাহিনী। সেই যুদ্ধ বিখ্যাত হয়ে আছে 'বয়রার আকাশ যুদ্ধ' নামে।

সেই যুদ্ধের বর্ণনা বিবিসিকে দিয়েছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া তখনকার ফ্লাইয়িং অফিসার ডোনাল্ড লাজারুস, যিনি ডন লাজারুস হিসাবেই সতীর্থদের কাছে বেশি পরিচিত।

তবে তার আগের কয়েক দিনের ঘটনা প্রথমে শোনাবো।

বয়রার আকাশে যখন ভারতীয় আর পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর যুদ্ধ চলছে, নীচে, ওই অঞ্চলেই, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের ভেতরে এক অখ্যাত গ্রাম গরীবপুরে তার আগের ২৪ ঘণ্টা ধরে ভয়াবহ লড়াই চলেছিল পাকিস্তানি আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে।

সেই লড়াই 'গরীবপুরের যুদ্ধ' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ কোষে লেখা হয়েছে যশোর সেনানিবাস থেকে ১১ কিলোমিটার এবং ভারত সীমান্ত থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত অখ্যাত গ্রাম গরীবপুর।''

গরীবপুরে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর পাকবাহিনী মিত্রবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর আক্রমণ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কোষে।

ওই যুদ্ধে রাশিয়ায় তৈরি পিটি৭৬ ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব প্রধান মেজর দলজিৎ সিং নারাং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ার পরেই বাহিনীর দায়িত্ব বর্তায় সেইসময়ে ক্যাপ্টেন বলরাম সিং মেহতার ওপরে।

সম্মুখ সমরে পাকিস্তানী স্কোয়াড্রনের ১৪টি ট্যাঙ্কের সবগুলি ধ্বংস করে ভারতীয় বাহিনী।

পাকিস্তানী বাহিনীর বহু সৈন্যও নিহত ও আহত হন, আর ভারতীয় বাহিনীর ১৯ জন নিহত, ৪৪ জন আহত হন ও দুটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়, লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কোষে।

এই গরীবপুরের যুদ্ধের সত্য ঘটনার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া বলিউডের ছবি 'পিপ্পা'। সিনেমাটির কাহিনী নেওয়া হয়েছে গরীবপুর যুদ্ধে অংশ নেওয়া ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক, সেই সময়ে ক্যাপ্টেন, পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার, বলরাম সিং মেহতার বই 'দ্য বার্ণিং চ্যাফিস' থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত এম টুয়েন্টি ফোর চ্যাফিস ট্যাঙ্ক সেই সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যবহার করত।

ওই সিনেমাতেই সুর বদল করে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয় গান 'কারার ওই লৌহ কপাট'।

সেই প্রথম ভারতীয় সেনা বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে যুদ্ধ করে। ৭১-এর যুদ্ধে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করার তখনও ১১ দিন বাকি।

যদি পুরোপুরি যুদ্ধেই যেতে হয়, তার প্রস্তুতি হিসাবে যশোর পর্যন্ত রাস্তা পাকিস্তানি বাহিনীর দখল মুক্ত করে রাখা দরকার ছিল ভারতীয় বাহিনীর। সেই দায়িত্ব পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আর পিটিসেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্ক সহ ৪৫ ক্যাভালরির 'সি' স্কোয়াড্রনের ওপরে।

ওই অঞ্চলটি ছিল মুক্তিবাহিনীর আট নম্বর সাব সেক্টরের এলাকা। মাঝে মাঝেই সীমানা অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে আবার ভারতে ফিরে আসতেন মুক্তিযোদ্ধারা।

অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের দায়িত্ব ছিল এই সেক্টর রক্ষা করার, আর যশোর রক্ষার জন্য রাখা ছিল তাদের ১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড।

'পিপ্পা' সিনেমার কাহিনী যার বইয়ের ওপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, সেই অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বলরাম সিং মেহতা ছাড়াও গরীবপুরের যুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বিজয় যশওয়ন্ত গিধ।

মনোহর পার্রিকর ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস প্রকাশিত '১৯৭১ ইণ্ডিয়া - পাকিস্তান ওয়ার, ফিফটি ইয়ার্স লেটার' গ্রন্থে কর্নেল গিধের ওই প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ।

কর্নেল গিধ লিখছেন, আক্রমণ করার একদিন আগে ১৯-২০শে নভেম্বর রাতে ১৪ পাঞ্জাবের একটি দলকে সীমান্ত পেরিয়ে রেকি করতে পাঠানো হয়।

এখানে ১৪ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কথা বলা হয়েছে।

১৪ পাঞ্জাব ২০শে নভেম্বর সকাল সাতটায় এগোতে শুরু করে, লিখেছেন কর্নেল গিধ।

পরিকল্পনা মতো ২০শে নভেম্বর সকাল সাতটাতেই ১৪ পাঞ্জাব রওনা হয় গরীবপুরের উদ্দেশ্যে। তবে মাঝে কপোতাক্ষ নদ পেরতে হবে বাহিনীকে। সেনা কারিগরী বিভাগ ৪০ মিটার লম্বা একটা সেতু বানাচ্ছিল বটে, কিন্তু বাহিনী নদীর তীরে পৌঁছে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এখন মোটরবোটে করে পার করিয়ে দেওয়া হবে সৈন্যদের।

সেনা কারিগরী বিভাগের একটি ১৬ আসনের মোটরবোট আর একটা 'ক্লাস ৫ র‍্যাফ্ট' ছিল যেটিতে সর্বাধিক ২০ জন চড়তে পারেন।

কর্নেল বিজয় যশওয়ন্ত গিধ লিখছেন, প্রথম দলটি ৯.৩০ মিনিট নাগাদ রওনা হয় কপোতাক্ষ নদ পেরনোর উদ্দেশ্যে।

তাদের সঙ্গে 'মিডিয়াম মেশিন গান' ছিল। নৌকাটিতে ১৬ জন সেনা সদস্য চেপেছিলেন। নদীর অপর পাড়ে যেখানে থামার কথা ছিল মোটরবোটটির, সেখানে থামাতে পারেন নি চালক।

হঠাৎ করে একটা ইউটার্ন নেন চালক আর নে।কাটি উল্টে গিয়ে ডুবে যায়। আগাছা ভর্তি জলের মধ্যে উল্টে যাওয়া নে।কাটির নীচেই আটকে পড়েন সেনা সদস্যরা। সাঁতার কেটে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন সবাই। দুই ডুবুরি সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু মাত্র সাতজনকে উদ্ধার করা গিয়েছিল, নয়জন ডুবে যান, লিখেছেন কর্ণেল গিধ।

বাহিনীর বাকি সদস্যরা মুষড়ে পড়েছিলেন শুরুতেই এরকম একটা দুর্ঘটনার ফলে। তবে ধীরে ধীরে সাবধানতা অবলম্বন করে সবাইকে সন্ধ্যার মধ্যেই নদী পার করিয়ে দেওয়া হয়।

রাতের মধ্যেই ১৪টি পিটিসেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্ক সহ ৪৫ ক্যাভালরির 'সি' স্কোয়াড্রন আর ১৪ পাঞ্জাবের পদাতিক সেনা গরীবপুর পোঁছিয়ে যায়। একেবারে শেষে বাহিনীর সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড মেজর ইন্দরজিৎ সিং রাত ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ পৌঁছন।

মাঝ রাত নাগাদ মেজর ডিএস নারাং তার ট্যাঙ্কগুলিকে জায়গা মতো সাজিয়ে নিয়েছিলেন। আলফা কোম্পানি (পদাতিক বাহিনীর) যে জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল, সেখানে ট্যাঙ্ক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন তেজিন্দর সিং সিধু। দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থান নিয়েছিল ক্যাপ্টেন বিএস মেহতার ট্যাঙ্ক বহর, যেখানে ডেল্টা কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছিল

ওই যুদ্ধে মেজর নারাংয়ের মৃত্যু হয় আর তারপরে ক্যাপ্টেন বিএস মেহতাই গরীবপুর যুদ্ধে ট্যাঙ্ক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আর তিনিই হলেন 'পিপ্পা' সিনেমার অন্যতম কাহিনীকার, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বলরাম সিং মেহতা।

পরের দিন, ২১শে নভেম্বর, খুব ভোর থেকে হামলার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল ভারতীয় বাহিনী।

লড়াইয়ের শেষে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে ভারতীয় বাহিনীর হাতে আটক হওয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ খানকে যখন জেরা করা হয়, তখন জানা যায় যে তাদের কাছে খবর গিয়েছিল যে এক কোম্পানি ভারতীয় বাহিনী পিতম্বরপুর রোডে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু গরীবপুরে যে একটা গোটা ভারতীয় ব্যাটালিয়ন ঢুকে গেছে, সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি। যে ভারতীয় বাহিনীর তিনি খবর পেয়েছিলেন, সেটা আসলে ছিল মেজর এনজিএস বৈঁসের নেতৃত্বাধীন 'চার্লি কোম্পানি'। ব্রিগেডিয়ার খান তার পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে চ্যাফিস ট্যাঙ্ক সহ '৩ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট আর্মার্ড স্কোয়াড্রন'কে পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় বাহিনীকে দক্ষিণ আর দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেলতে, যাতে তারা ভারতীয় সীমান্তের দিকে পালিয়ে না যেতে পারে। জেরায় এও জানিয়েছিলেন তিনি যে জাতিসংঘকে এটা দেখাতে চেয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খান যে যুদ্ধ শুরু না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ভেতরে ভারতীয় বাহিনী ঢুকে পড়েছে।

আগে, অন্যত্রও এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে পাকিস্তানী বাহিনী।

কলকাতায় যে আট নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কাজ চালাতো, সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্তর। তিনি বিবিসিকে বলেছিলেন যে ওই ভবনের ঠিক উল্টো দিকের একটি হোটেলে পাকিস্তানী সামরিক গুপ্তচর বাহিনী আইএসআইয়ের এক এজেন্ট হোটেলের আবাসিক হিসাবে ঘর নিয়েছিলেন।

আট নম্বর বাড়ির অনেক ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সব ছবিতে দেখা গিয়েছিল যে ভবনটির বাইরের নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে বিএসএফ সদস্যরা। তারপর পাকিস্তান আর অনেক আন্তর্জাতিক পত্র পত্রিকায় বড় করে ছবি দিয়ে খবর ছাপা হয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে কোনও মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে না, ভারতের কলকাতা থেকে এটা পরিচালিত হচ্ছে।ভারতীয় বাহিনীর সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড মেজর ইন্দরজিৎ সিংয়ের আশঙ্কা ছিল যে পাকিস্তানী বাহিনী কোনওভাবে তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আগাম হামলা চালাতে পারে।

কর্ণেল গিধকে তিনি এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন, এমএমজি (মিডিয়াম মেশিন গান) অফিসার ক্যাপ্টেন জিএস গিল আর ৬ ফিল্ড রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন পিপি চতুর্বেদীকে উত্তর দিকে সিংহঝুলি উত্তর জগন্নাথপুর অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল যাতে যশোর-চে।গাছা রাস্তা দিয়ে শত্রুপক্ষ আসছে কী না, তার ওপরে নজর রাখা যায়।

রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ নজরদার দল দেখতে পায় যে পাকিস্তানী বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। যশোরের দিক থেকে আসা ট্যাঙ্ক বহরের গর্জন শুনতে পেয়েই তারা খবর পাঠায় সদর দপ্তরে।

যদিও ওয়্যারলেসে কথা বলা নিষেধ ছিল, তবুও ক্যাপ্টেন গিল ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে রেডিও সেটে পাঞ্জাবি ভাষায় খবর দেন, স্যার, ইত্থে দুশমন দে বহোত ট্যাঙ্কস তে ইনফ্যাণ্ট্রি একাত্থে হো রহে নে, অর্থাৎ, স্যার, এখানে শত্রুপক্ষের প্রচুর ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনী এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি। নির্দেশ মতো তারপর তার ওয়্যারলেস আবারও নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল।

গরীবপুরে ২১শে নভেম্বরের সেই ভোরে কুয়াশা পড়েছিল। তারমধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর চারটি কোম্পানি বিভিন্ন দিকে নিজেদের অবস্থান নিয়েছিল।

পাকিস্তানী বাহিনী শুধুমাত্র 'চার্লি কোম্পানি'র অবস্থানের খবর পেয়েছিল।

কিন্তু আরও যে তিনটি দলে ভাগ হয়ে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা আর তাদের সঙ্গে রয়েছে ট্যাঙ্ক বাহিনী, সেটা তারা আঁচ করতে পারে নি।চারটি দলের অন্যতম ডেল্টা কোম্পানির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন বলবীর সিং। দিনের আলো তখন সবে ফুটতে শুরু করেছে।

সেদিনের কথা মনে করে তিনি জানিয়েছেন, ৪৫ ক্যাভালরির 'সি' কোম্পানির ট্যাঙ্কগুলোতে সওয়ার হয়ে আমরা এগোতে থাকি। গরীবপুর গ্রামের বাইরে পর্যন্ত কোনও শত্রু সেনার মুখোমুখি হতে হয় নি।

নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নেওয়ার জন্য দিনের আলোয় মিনিট পনেরো সময় পেয়েছিলাম আমরা। শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কগুলো দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছিল আমাদের দিকে। আমরা যে ওখানে অবস্থান নিয়েছি, এটা না বুঝেই ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসছিল। সামনের দিকের দুটো ট্যাঙ্ক তো আমাদের ২৫ মিটারের মধ্যে চলে এসেছিল। তখন তারা আমাদের দেখতে পায়। ট্যাঙ্কের নলগুলো আমাদের দিকে ঘোরাতে শুরু করে তারা, জানাচ্ছেন ক্যাপ্টেন বলবীর সিং।

তিনি বলছেন, ট্যাঙ্কে ট্যাঙ্কে যুদ্ধ চোখের সামনে দেখা এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। তারা ট্যাঙ্কের নল আমাদের দিকে ঘোরাতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার আগেই আমাদের ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। শত্রুপক্ষের সেনারা ট্যাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে বেরতে চেষ্টা করলেই আমরা আঘাত করছিলাম। যারা মারা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন শত্রুপক্ষের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট ভাট।

পেছনে যে ট্যাঙ্কগুলো আসছিল, তাদের রুখে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন বিএস মেহতা আর ক্যাপ্টেন তেজিন্দার সিধু। কয়েক মিনিটের মধ্যে শত্রুপক্ষের সব ট্যাঙ্কগুলিতে আগুন লেগে গিয়েছিল, স্মৃতিচারণ করেছেন ক্যাপ্টেন বলবীর সিং।

ওই লড়াইয়ের মাঝেই নিজের ট্যাঙ্কগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন মেজর ডিএস নারাং। পাকিস্তানি চ্যাফি ট্যাঙ্কগুলো তখন একেবারে কাছে চলে এসেছে। দুটো পাকিস্তানি চ্যাফি ট্যাঙ্ককে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু তার গুলি লাগে। যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন ট্যাঙ্ক বহরের প্রধান মেজর নারাং।

সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন বিএস মেহতা ট্যাঙ্ক বহরের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন।

এই কথা নিজেই লিখেছেন 'পিপ্পা' সিনেমার অন্যতম কাহিনীকার ব্রিগেডিয়ার মেহতা।

ফতিমাকে উর্দুতে লেখা চিঠি

'শত্রুপক্ষ' ততক্ষণে পিছু হঠতে শুরু করেছে। মেজর ইন্দরজিৎ সিং একটা গাছের পেছনে এক পাকিস্তানি জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে দেখতে পান।

তাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। আমাদের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে জানান যে তিনি মৃত। কিছুক্ষণ পরে ওই অফিসার চোখ খুলে তাকালেন, চারদিকে দেখলেন, তারপরে সত্যিই তিনি মারা গেলেন। আমরা তাকে তল্লাশি করে উর্দুতে লেখা একটা চিঠি খুঁজে পেলাম, বলছেন মেজর ইন্দরজিৎ সিং।

স্ত্রীকে লেখা ওই চিঠিতে লেখা ছিল, ফতিমা, আমরা তো নিজের দেশে ফিরতে পারলে তবেই ঈদ পালন করতে পারব। আগে তো বাঙালীরা মারছিল, এখন তো হিন্দুস্তানি সেনাবাহিনীও আমাদের আক্রমণ করছে।

অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ কোষে হিসাব দেওয়া হয়েছে সম্মুখ সমরে পাকিস্তানী স্কোয়াড্রনের ১৪টি ট্যাঙ্কের সবগুলি ধ্বংস করে ভারতীয় বাহিনী। পাকিস্তানী বাহিনীর বহু সৈন্যও নিহত ও আহত হন, আর ভারতীয় বাহিনীর ১৯ জন নিহত, ৪৪ জন আহত হন ও দুটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়

পাকিস্তানী বাহিনী সেদিন পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন, ২২শে নভেম্বর সকালে তিনটে এফ-এইট্টি সিক্স স্যাবর যুদ্ধবিমান হাজির হয় গরীবপুরের আকাশে।

বোমাবর্ষণ করতে থাকে ভারতীয় স্থল সেনা আর ট্যাঙ্ক বহরের ওপরে। একটা ভারতীয় পিটিসেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কিছু ভারতীয় সৈন্য আহত হন। এরপরে দুপুর পে।নে তিনটে নাগাদ আরও তিনটে পাকিস্তানী বিমান সেখানে হাজির হয়।

এগুলির মোকাবেলা করতেই দমদম বিমানবন্দর থেকে চারটি ন্যাট বিমান নিয়ে রওনা হয়েছিলেন ফ্লাইয়িং অফিসার ডন লাজারুস ও তার সতীর্থরা।

বিবিসিকে তিনি বলেছেন, আমরা ন্যাট নিয়ে ওদের একটা বিমানের পিছু নিয়েছিলাম। প্রায় দেড়শো গজ দূর থেকে ফায়ার করি। অল্পই গুলি চালিয়েছিলাম। আমার নল থেকে মাত্র ১২টা গুলি চলেছিল, তখনই স্যাবর বিমানটাতে আগুন ধরে যায়। আমি রেডিওতে চিৎকার করে বলেছিলাম 'আই গট হিম, আই গট হিম'। আমার ওড়ার পথেই স্যাবরটিতে বিস্ফোরণ হয় এতটাই কাছে বিস্ফোরণ হয়েছিল যে ওই বিমানটার কিছু টুকরো আমার ন্যাট বিমানে এস লাগে।

নীচে,ভারতীয় এলাকায় সেসময়ে বাহিনী নিয়ে হাজির ছিলেন ক্যাপ্টেন এইচএস পানাগ।

বিবিসিকে তিনি বলেছেন, একবার তো মনে হচ্ছিল যে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী আমাদের থামানোর জন্য তার পুরো স্কোয়াড্রন মোতায়েন করে দিল নাকি। কিন্তু তারপরে চারটি যুদ্ধবিমান একেকটি স্যাবের বিমানের পিছু নিল। আমি জিপে করে যাচ্ছিলাম। জিপ থামিয়ে ওই আকাশ যুদ্ধ দেখছিলাম।

তিনি দেখতে পান যে দুটি স্যাবর ভেঙ্গে পড়ছে আর দুটি প্যারাসুট নিয়ে বৈমানিকরা ঝাঁপ দিয়েছেন।

ক্যাপ্টেন পানাগ স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমাদের সৈন্যরা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে প্যারাসুটের দিকে দৌড়ে যায়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানী পাইলটদের মারধর করতে পারে। প্রথমে আমি আমার জিপটি নিয়ে সেদিকে ধেয়ে যাই, একসময়ে জিপ থেকে নেমে দে।ড়তে থাকি। আমি যখন ৫০ গজ দূরে ছিলাম, তখন দেখলাম আমাদের সৈন্যরা পাইলটকে নামিয়ে রাইফেলের বাট দিয়ে মারছে। আমি চিৎকার করে তাদের থামতে বললাম। আমি একজন পাইলটের শরীরের ওপরে শুয়ে পড়ে তাকে মার খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করি।

ভবিষ্যতের পাক বিমান বাহিনী প্রধান যুদ্ধবন্দী

যে দুজন পাকিস্তানী পাইলট সেদিন ধরা পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ফ্লাইয়িং অফিসার পারভেজ মেহদী কুরেশি।

৭১-এর যুদ্ধে মি. কুরেশিই প্রথম যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন। কলকাতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ফোর্ট উইলিয়াম হয়ে পরবর্তী দেড় বছর গোয়ালিয়রে যুদ্ধবন্দী হিসাবে কাটাতে হয় তাকে। তার বন্দী হওয়ার ছবি আর সংবাদ ভারতের পত্রপত্রিকায় বড় করে ছাপা হয়েছিল।

সেই বৈমানিক মি. কুরেশিকে অনেক বছর পরে একটি চিঠি লিখেছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে অবসর নেওয়া গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডন লাজারুস। সেই চিঠিটা অবশ্য লেখা হয়েছিল পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর সদ্য নিযুক্ত প্রধানের উদ্দেশ্যে।

মুক্তিযুদ্ধের অনেক বছর পরে, ১৯৯৬ সালে পারভেজ মেহদী কুরেশি, বয়রার যুদ্ধে বন্দী হওয়া সেই পাকিস্তানী পাইলট পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন।

মি. লাজারুস তার চিঠিতে লিখেছিলেন, আপনার হয়তো মনে নেই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আগে একবার আমার দেখা হয়েছিল, আকাশ পথে।

ওই চিঠির উত্তর আশা করেননি মি. লাজারুস। তবে মি. কুরেশির এক স্টাফ অফিসার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন। তবে মি. লাজারুসের বিস্মিত হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল।

স্বয়ং পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল পারভেজ মেহদী কুরেশি নিজে সই করা একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেই ডন লাজারুসকে, যিনি ১৯৭১এর ২২শে নভেম্বর তার বিমান ধ্বংস করেছিলেন, যুদ্ধবন্দী হতে হয়েছিল মি. কুরেশিকে।

কিন্তু ২২শে নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ভেতরে ঢুকে যে যুদ্ধে জিতেছিল মিত্রবাহিনী, তার ইতিহাস মূলত ভারতীয় সামরিক ইতিহাসকারদের লেখাতেই বিশদে পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধ কোষেও এর উল্লেখ আছে, তবে খুব বড় করে নয়।

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ কোষের সম্পাদক অধ্যাপক মুনতাসির মামুন বিবিসিকে বলছিলেন, তেসরা ডিসেম্বরের আগে অনেক কিছুই হয়েছে বেসরকারিভাবে। সহায়তা হিসাবে তেসরা ডিসেম্বরের আগে সীমান্ত হয়তো অতিক্রম করেছে ভারতীয় বাহিনী, সেটা লুকনোর কিছু নেই। অনানুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সরবরাহ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, সহায়তাকারী হিসাবে মুক্তিবাহিনীর পাশে থাকা, সবই করেছে ভারতীয় বাহিনী।